# ছোটদের কৃত্তিবাসী রামায়ণ

মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝা বিরচিত

ক্ষেত্রেন্দ্রকুমার মিত্র

কর্তৃক সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ
২ শ্রাবণ ১৩৬৭

শিল্পাচার্য্য প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া
এই গ্রন্থের চিত্র ও প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়াছেন ॥
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও হইতে
শ্রীললিতমোহন গুপ্ত মহাশয় ব্লক নির্ম্মাণে
আনুকূল্য করিয়াছেন ॥

পি কে বসু এণ্ড কোং কলিঃ—৩১ হইতে শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত
কালিকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস ২৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

# সূচী

উত্তরাকাণ্ড ১৪১—১৫৬

# আদিকাণ্ড

যজ্ঞ হইতে উঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি—১৩ পৃঃ

## বাল্মীকির উপাখ্যান

চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে এক বনের ভিতর ॥
বিরিঞ্চি নারদ দোঁহে সন্ন্যাসী হইয়া।
রত্নাকর কাছে দোঁহে মিলিল আসিয়া ॥
উচ্চবৃক্ষে চড়িয়া সে চতুর্দ্দিকে চায়।
ব্রহ্মা নারদেরে পথে দেখিবারে পায় ॥
ভাবে মুনি রত্নাকর লুকাইয়া বনে।
সন্ন্যাসী মারিয়া বস্ত্র লইব এক্ষণে ॥
ব্রহ্মার মায়াতে তার মুদগর না চলে।
মায়ায় মুদ্গর বদ্ধ তার করতলে ॥
না পারে মারিতে দস্যু, ভাবে মনে মন।
ব্রহ্মা জিজ্ঞাসেন বাপু তুমি কোন্ জন ॥
রত্নাকর বলে তুমি না চিন আমারে।
লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে ॥

ব্রহ্মা বলে মোরে মারি পাবে কত ধন।
করিয়াছ যত পাপ কহিব এখন ॥
ব্রহ্মচাবী মাবিলে পাতক হয় রাশি।
সংখ্যা নাই কত পাপ মারিলে সন্ন্যাসী ॥
শুনিয়া কহিল দস্যু রত্নাকর হাসি।
মারিয়াছি তোমা হেন অনেক সন্ন্যাসী ॥
বলিলেন ব্রহ্মা যদি না ছাড়িবে মোরে।
ভাল স্থল দেখিয়া হে বধহ আমারে ॥
কহ দেখি এত পাপ কর কার লাগি।
তোমার এ পাতকের কেবা হবে ভাগী ॥
রত্নাকর বলে মোরা খাই চারিজন।
আমার পাপেব ভাগী সকলে এক্ষণ ॥
শুনি হেন হাসি ব্রহ্মা কহিলেন তবে।
তোমার পাপেব ভাগী তারা কেন হবে ॥
জিজ্ঞাসা কবিয়া তুমি আইস নিশ্চয়।
তোমাব পাপের ভাগী তাবা যদি হয় ॥
অতঃপর যায় দস্যু ফিরি ফিরি চায়।
ভাবে বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায় ॥
ফিরে আসি উভয়ের নিকটেতে গিয়া।
কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
জিজ্ঞাসিনু একে একে আমি সবাকারে।
মম পাপভাগী কেহ নাহিক সংসারে ॥

আপনি করিয়া কৃপা দিলা দিব্যজ্ঞান।
কিসে পাব এ সকল পাপে পরিত্রাণ॥
শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা সঙ্গী তপোধনে।
পূর্ণ পাপ হইয়াছে তবিবে কেমনে॥
কমণ্ডলু জল ছিল দিলেন মাথায়।
মহামন্ত্র মুনি তাবে কহিবারে যায়॥
আসিয়া নিকটে ব্রহ্মা কহে তার কাণে।
একবার বামনাম বলরে বদনে॥
তূলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রামনামে সর্ব্ব-পাপ ক্ষয়॥
ব্রহ্মা গেল রামনাম দিয়া রত্নাকরে।
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসরে॥
এক স্থানে এক নাম জপে একাসনে।
খাইল সর্ব্বাঙ্গ বল্মীকের কীটগণে॥
ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত ষাটি হাজার বৎসর।
আইলেন পুনঃ ব্রহ্মা যথা মুনিবর॥
ব্রহ্মা বলে তব নাম রত্নাকর ছিল।
আজি হইতে তব নাম বাল্মীকি হইল॥
যেই রামনাম হৈতে হইলে পবিত্র।
গ্রন্থে রচ গিয়া সেই রামের চরিত্র॥
যোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা বিদ্যমান।
হইবে কেমন গ্রন্থ কেমন পুরাণ॥

কেমন কবিতা ছন্দ আমি নাহি জানি।
শুনিয়া বিধাতা তাঁরে কহিলেন বাণী ॥
রহিবেক সরস্বতী তোমার জিহ্বায়।
হইবে কবিতা রাশি তোমারি কথায় ॥
শ্লোকচ্ছন্দে পুরাণ রচিবে তুমি যাহা।
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা ॥
একদিন সে বাল্মীকি সরোবর কূলে
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষমূলে ॥
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে।
এক ব্যাধ ঐ পক্ষী বিন্ধিলেক নালে ॥
বলে মুনি রামে স্মরি কাণে দিয়া হাত।
কৈলি পাপী জীবহত্যা আমার সাক্ষাৎ ॥
এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে।
এই শোকে এক শ্লোক নিঃসরিল মুখে ॥
শোক হৈতে শ্লোকের হইল উপাদান।
'মা নিষাদ' বলি তার হয় উপাখ্যান ॥
সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে।
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তাঁরে ॥
এই শ্লোকচ্ছন্দে তুমি কর রামায়ণ।
উপদেশ কহি, জানি তুমি সে ভাজন ॥

## দশরথ কর্ত্তৃক অন্ধকমুনির পুত্র সিন্ধুবধ

দশরথ মহারাজ জন্ম সূর্য্যবংশে।
সর্ব্বগুণেশ্বর রাজা সকলে প্রশংসে॥
তিন রাণী লৈয়া রাজা আছে কুতূহলে।
সুখে রাজ্য করে বহুকাল ভূমণ্ডলে॥
সর্ব্বগুণান্বিতা যত নৃপতিরমণী।
কারো পুত্র নাহি হ'ল বন্ধ্যা সব রাণী॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না হয় খণ্ডন।
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন॥
ভ্রমিয়া বেড়ান রাজা নিবিড় কানন।
অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন॥
শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে।
দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে।
পাত্র করি ভরে জল সেই সরোবরে॥
কলসীর মুখ করে বুক্ বুক্ ধ্বনি।
রাজা ভাবে জলপান করিছে হরিণী॥
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দ মাত্রে হানে।
মুনিপুত্রোপরে বাণ এড়ে সেই ক্ষণে॥
মৃগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি।
মৃগ নহে, মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি॥

দেখেন সিন্ধুর বুকে বিদ্ধ আছে বাণ।
অতি ভীত দশরথ উড়িল পরাণ॥
শিরে হাত দিয়া রাজা করে অনুতাপ।
ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ॥
মুনি বলে দশরথ ভয় কি কারণ।
তোমারে শাপিয়া আমি পাব কত ধন॥
এই সত্য দশরথ করহ আপনে।
আমা লৈয়া যাও পিতা-মাতার সদনে॥
মৃত্যুকালে সিন্ধুমুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে॥
মৃত মুনি তুলি রাজা লইল কাঁধেতে।
অন্ধকের বনে গেল কান্দিতে কান্দিতে॥
শুষ্ক শ্রীফলের পাতা মচ্ মচ্ করে।
অন্ধক বলেন এই পুত্র এল ঘরে॥
দেখি দুই অন্ধে রাজা সন্দেহ অন্তরে।
যাইতে নারেন অগ্রে পাছু যান ধীরে॥
দেখিতে না পায় মুনি বসিলেন ধ্যানে।
সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেকেতে জানে॥
চক্ষু ভাসে নীরে, করে করাঘাত শিরে।
বলে রাজা মারিয়াছে পুত্রে এক তীরে॥
পুত্র-শোকে মরিব আমরা দুই প্রাণী।
পুত্র-শোকে যে যন্ত্রণা জানিবে আপনি॥

মুনি শাপ দিল যদি রাজার উপরে।
দশরথ কহিছেন প্রফুল্ল অন্তরে॥
শুভমস্তু, মুনিবাক্য না হইবে আন।
দেখিয়া পুত্রের মুখ যায় যাবে প্রাণ॥
তব শাপে মুনি মম হরিষ অন্তর।
শাপ নহে, আমার হইল পুত্র বর॥
অন্ধ বলে দশরথ বঞ্চিত সন্তানে।
পুত্রশোকে শাপ দিনু বর করি মানে॥
এই সত্য দশরথ করিবে পালন।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনি কর যজ্ঞ আরম্ভণ॥
পুনশ্চ কহেন মুনি তাঁরে মৃদুস্বরে।
কোথা আছ সিন্ধুপুত্র আনি দেহ মোরে॥
মৃতপুত্র নিকটে দিলেন দশরথে।
পুত্র কোলে করি মুনি লাগিল কান্দিতে॥
কান্দিতে কান্দিতে মুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে॥
পতিব্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে।
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে॥

**দশরথের যজ্ঞ**

রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর।
একচ্ছত্র মহারাজ যেন পুরন্দর॥

সভা করি বসে রাজা অমাত্য সহিতে।
অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে॥
ইহকালে না হইল আমার সন্ততি।
পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি॥
বর দিয়াছেন শ্রীঅন্ধক মহামুনি।
যজ্ঞ কর তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন্ দেশে বৈসে।
কার্য্য-সিদ্ধি হয় যদি সেই মুনি আসে॥
দশরথ বচন হইল অবসান।
সুমন্ত্র বলেন রাজা কর অবধান॥
লোমপাদ রাজা অঙ্গদেশের ঈশ্বর।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনিয়াছিলেন নিজ ঘর॥
সম্বন্ধে সে মুনি হয় তোমার জামাই।
তাঁহাকে চাহিয়া আন লোমপাদ ঠাই॥
দশরথ-রাজারে সুমন্ত্র ইহা বলে।
মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে॥
অন্ধক মুনির কথা কভু নহে আন।
এতেক জানিয়া মুনি অযোধ্যায় যান॥
বশিষ্ঠাদি আইল সকল মুনিগণ।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে কর যজ্ঞ আরম্ভণ॥
যজ্ঞ করিলেন রাজা সরযূর তীরে।
মুনিগণ গেলেন রাজার যজ্ঞ ঘরে॥

মুনিগণ বৈসে গিয়া ঘরের ভিতরে।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে যজ্ঞারম্ভ করে॥
একবৎসর যজ্ঞ করে রাজা দশরথে।
দেবতার ভয় হেথা হইল স্বর্গেতে॥
বিশ্বশ্রবা-পুত্র হয় রাজা দশানন।
হীন জ্ঞানে লঙ্কাতে খাটায় দেবগণ॥
মহেন্দ্র বলেন দশরথ যজ্ঞ করে।
তার পুত্র হৈলে তবে দশানন মরে॥
এই যুক্তি করিয়া যতেক দেবগণ।
ক্ষীরোদ-সমুদ্রে গেল যথা নারায়ণ॥
শুইয়া আছেন হরি অনন্ত উপরে।
বাসুকি সহস্র ফণা তদুপরি ধরে॥
ক্ষীরোদে উঠিয়া বসিলেন নারায়ণ।
চারিদিকে দেখিলেন যত দেবগণ॥
দেবগুরু বৃহস্পতি যোড় করি হাত॥
প্রভুর আগেতে করিলেন প্রণিপাত॥
অবধান করহ ঠাকুর ভগবান।
আপনি জানহ যত দেবতার মান॥
বিশ্বশ্রবা মুনি পুত্র রাজা দশানন।
পাইল ব্রহ্মার বর করি আরাধন॥
তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে॥
দেবের দেবত্ব হরে দুষ্ট বলাৎকারে॥

ত্রিভুবনে রহিতে কোথাও নাহি স্থান।
যথা যাই তথা সেই করে অপমান॥
নিবেদন মহাশয় তোমার চরণে।
রাবণে বধিয়া রাখ দেবদেবীগণে॥
শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ অন্তরে বাড়িল।
ঘৃত পেয়ে অগ্নি যেন প্রজ্বলিত হৈল॥
এত যদি রুষিলেন প্রভু জগন্নাথ।
হেনকালে কহে ব্রহ্মা প্রভুর সাক্ষাৎ॥
আমি বর দিয়াছি যে পূর্ব্বে রাবণেরে।
এখন করিলে রণ রাবণ না মরে॥
নরের উদরে যদি লও হে জনম।
নর বানরের হাতে তাহার মরণ॥
এতেক বলিল ব্রহ্মা করুণ বচন।
প্রভু ভক্তবৎসল তাহে দিল মন॥
হে ব্রহ্মন্ ইহার উপায় বল মোরে।
কোন্ বংশে জন্ম লব, বল কার ঘরে॥
ব্রহ্মা বলে জন্ম লবে দশরথ ঘরে।
সূর্য্যবংশ পুণ্যেতে কৌশল্যা উদরে॥
ব্রহ্মা-বাক্য স্বীকার করেন নারায়ণ।
পদতলে পড়ি লক্ষ্মী যুড়িল ক্রন্দন॥
লক্ষ্মীর রোদনেতে কান্দেন কম্বুগ্রীব।
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসে কোথা লক্ষ্মীরে রাখিব॥

শুনিয়া সে বাক্য ব্রহ্মা নিবেদন করে।
ইনি নাহি গেলে কি রাবণ রাজা মরে॥
পৃথিবী-তনয়া উনি জন্মিবেন চাষে।
জনকের ঘরে জন্ম মিথিলার দেশে॥
ডিম্বরূপে ভূমি মধ্যে থাকি বহুকালে।
ভাসিয়া উঠিবে ডিম্ব লাঙ্গল সীরালে॥
ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিবে খান খান।
কন্যারত্ন লয়ে যাবে লক্ষ্মীর সমান॥
পরমা সুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা।
সীরালে হইবে, নাম রাখিবেক সীতা॥

### দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাপন

মিথিলায় হৈল যদি লক্ষ্মীর উৎপত্তি।
অযোধ্যায় জন্ম নিতে যান লক্ষ্মীপতি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আহুতি।
যজ্ঞ হৈতে উঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি॥
তুলিলেন চরু মুনি সুবর্ণের থালে।
দশরথের হাতে আনি দিলা শুভকালে॥
মুনি চরু হাতে দিল রাজা বন্দে মাথে।
অন্তঃপুরে গেল রাজা সুপবিত্র পথে॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তাঁরা মুখ্যা দুই রাণী।
একভাগ ছিল চরু কৈল দুইখানি॥

অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে ।
শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে ॥
চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেল দশরথে ।
হেনকালে সুমিত্রা সে লাগিল কান্দিতে ॥
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হ'য়ে দয়াবতী ।
বলিতে লাগিল রাণী সুমিত্রার প্রতি ॥
মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী ।
আপন ভাগের তোমায় দিব অর্দ্ধখানি ॥
অগ্রভাগ কৌশল্যা রাখিয়া নিজ ঘরে ।
শেষে শেষভাগ দিল সুমিত্রা ভগ্নীরে ॥
এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া ।
তিন গর্ভে জন্মিলেন শুভক্ষণ পাইয়া ॥

## চারি ভ্রাতার জন্ম

প্রথমে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের বেদন ।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগণ ॥
মধুচৈত্র মাস শুক্লা শ্রীরাম-নবমী ।
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হ'লেন জগৎস্বামী ॥
অন্ধকার ঘুচে যেন জ্বলিলেক বাতি ।
কোটি সূর্য্য জিনিয়া তাঁহার দেহ-জ্যোতি ॥
সংসারের রূপ যত একত্র মিলন ।
কিসে বা তুলনা দিব নাহিক তেমন ॥

হেন কালে কুঁজী কয় ভূপতির তরে।
হইল তোমার পুত্র কৈকেয়ী-উদরে॥
পুত্রমুখ দেখি রাজা অতি হৃষ্টমতি।
ধন বিতরণেতে দিলেন অনুমতি॥
সুমিত্রার হইলেক গর্ভের বেদন।
যমজ উভয় পুত্র প্রসবে তখন॥
দাসী গিয়া দশরথে কহিল গৌরবে।
আর দুই পুত্র রাজা সুমিত্রা প্রসবে॥
শুনিয়া হইল তাঁর আনন্দ অপার।
ব্রাহ্মণেরে লুটাইল সকল ভাণ্ডার॥
চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক।
তিন ঘরে দেখিলেন চারি পুত্রমুখ॥
ছয় মাস বয়স্ক হইলে চারি জন।
করাইল সবাকার ওদন-প্রাশন॥
দশরথ চারি পুত্র লয়ে নিজ কোলে।
মিষ্ট অন্ন জল দিল বদন-কমলে॥
সকলে যৌতুক দিল আসি রাজধাম।
বিচার করেন সবে রাখেন কি নাম॥
যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপেন অবিশ্রাম।
কৌশল্যাপুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম॥
পৃথিবীর ভার সহিবেন অবিরত।
তেঁই হেতু তাঁর নাম হইল ভরত॥

স্থমিত্রার হইয়াছে যমজ-নন্দন।
শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ আর জ্যেষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মণ॥
পঞ্চবর্ষ গত হ'ল হাতে দিল খড়ি।
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী॥
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুরে প্রণাম।
অস্ত্রবিদ্যা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম॥
ধনু হাতে করি রাম যাবে এড়ে বাণ।
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ॥

## সীতার বিবাহ

সাত বৎসরের রাম অযোধ্যা-নগরে।
লক্ষ্মী হেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে॥
চাষের ভূমিতে কন্যা পায় মহাঋষি।
মিথিলা হইল আলো পরম রূপসী॥
দশ দিক আলো করে জানকীর রূপে।
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকূপে॥
জনক ভাবেন মনে সীতা দিব কারে।
সীতাযোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে॥
জানকীরে বিবাহ করিবে কোন্ জন।
স্বর্গেতে করেন চিন্তা যত দেবগণ॥
শিবের নিকট ব্রহ্মা করিল গমন।
ভৃগুরামে ডাকিয়া কহেন ত্রিলোচন॥

আমাব ধনুক নিযা কবহ পযান।
জনকেব ঘবে•বাখ কবি সাবধান ॥
আমাব এ ধনুভঙ্গ কবিতে যে পাবে।
কহ জনকেবে, যেন সীতা দেন তাবে ॥
পাইযা শিবেব আজ্ঞা বীব ভৃগুপতি।
ধনুক ধবিযা হাতে কবিলেন গতি ॥
ব্রহ্মাবে যেমন দেবে কবেন সম্ভ্রম।
জনক পবশুবামে কবেন সে ক্রম ॥
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক বাজন।
কোন কার্য্যে মহাশয হেথা আগমন ॥
বলেন পবশুবাম আমাব ধনুক।
বাখি যাই তব স্থানে দেখিবে কৌতুক ॥
ধনুক তুলিযা যেবা গুণ দিতে পাবে।
বহিল আমাব আজ্ঞা কন্যা দিও তাবে ॥
যোজন দশেক ধনু আডে পবিসব।
কবিলেন প্রতিজ্ঞা জনক ঋষিবব ॥
এ ধনুকে গুণ দিতে যে জন পাবিবে।
সেই জন জানকীবে বিবাহ কবিবে ॥
ধনুকেব কথা তবে গেল দেশে দেশে।
জানকী বিবাহ হেতু রাজাবা আইসে ॥
পৃথিবীতে আছে যত রাজা মহত্তর।
একে একে সবে আসে জনকের ঘর ॥

প্রাণপণে তারা ধনু টানাটানি করে।
তুলিবার সাধ্য কিবা, নাড়িতে না পারে॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধনুখান ভারী।
দিবে কি তাহাতে গুণ নাড়িতে না পারি॥
লজ্জা পেয়ে রাজা সব পলাইয়া যায়।
হাততালি দিয়া যত বালক দৌড়ায়॥
এদিকেতে দশরথ চারি পুত্র লৈয়া।
করেন সাম্রাজ্য ভোগ সাবধান হৈয়া॥
হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারণ॥
ঋষিদের বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি।
অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রে আমি আনি॥
রাক্ষস বধের হেতু ধরি রাম বেশ।
দশরথ গৃহে অবতীর্ণ হৃষীকেশ॥
বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন যথা রাম অযোধ্যা নিবাস॥
বিশ্বামিত্র বলে শুন রাজা দশরথ।
শ্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস।
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞনাশ॥
এই ভার মহারাজ দিলাম তোমারে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে॥

রাজা বলিলেন মুনি করি নিবেদন।
ধনুর্ব্বিদ্যা নাহি জানে কে করিবে রণ ॥
বলিলেন বিশ্বামিত্র রাজার গোচর।
রাম লাগি চিন্তা না করিহ নরেশ্বর ॥
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধ বচন।
মুনি বলিলেন চল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
তাড়কার বনে আসি কহে অভিমত।
রামে চাহি বলিলেন, এই আছে পথ ॥
তাড়কা ধরিয়া খায় যত জীবগণ।
কেমনেতে যাই বল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
আঁটিয়া সুপীতবস্ত্র বান্ধিলেন রাম।
বাম হাতে ধনুর্ব্বাণ দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
প্রথমে দিলেন রাম ধনুকে টঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার ॥
শুয়ে ছিল রাক্ষসী সে সুবর্ণের খাটে।
ধনুক-টঙ্কার শুনি চমকিয়া উঠে ॥
শালগাছ উপাড়িল ঘন দিল পাক।
দূর দূর করিয়া তাড়কা দিল ডাক ॥
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ।
বাণাঘাতে করিলেন গাছ খান খান ॥
বজ্রবাণ এড়ে রাম জুড়িয়া ধনুকে।
নির্ঘাত বাজিল বাণ তাড়কার বুকে ॥

বজ্রবাণ এড়ে রাম জুড়িয়া ধনুকে—১৯ পৃঃ

বুকে বাণ বাজিতে হইল অচেতন।
তাড়কা পড়িল গিয়া পঞ্চাশ যোজন॥
পাঠাইয়া তাড়কারে যমের সদন।
মুনির চরণ রাম করিলা বন্দন॥
সেদিন বঞ্চিয়া সুখে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
প্রাতঃকালে মুনিগণে করেন দর্শন॥
মুনিরা বলেন, শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এখনি করিব যজ্ঞ সকল ব্রাহ্মণ॥
আমরা যখন করি যজ্ঞ আরম্ভণ।
রক্তবৃষ্টি করে দুষ্ট তাড়কা-নন্দন॥
না পারি করিতে ক্রোধ আমরা ব্রাহ্মণ।
যদি ক্রোধ করি হয় ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন॥
শ্রীরাম বলেন, প্রভু করি নিবেদন।
অবিলম্বে কর যজ্ঞ-ক্রিয়া আরম্ভণ॥
শুনিয়া রামের কথা তপস্বী সকলে।
কোশা কুশী লইয়া গেলেন যজ্ঞস্থলে॥
যজ্ঞের যতেক ধূম উড়য়ে আকাশে।
দেখিয়া রাক্ষসগণ মনে মনে হাসে॥
তিন কোটি লইয়া মারীচ নিশাচর।
সাজিয়া আইল তারা যজ্ঞের ভিতর॥
সঙ্কেতে শ্রীরামেরে জানান মুনিগণ।
আসিছে রাক্ষসগণ কর নিরীক্ষণ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ করে ধরি ধনুর্ব্বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান॥
কটাক্ষেতে নিক্ষেপ করেন রাম শর।
তাহাতে পড়িল এক কোটি নিশাচর॥
আশীর্ব্বাদ করেন অমর দ্বিজচয়।
হউক রামের জয়, রাক্ষসের ক্ষয়॥
এক কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
মারীচ রুষিল তবে তাড়কা-কোঙর॥
বজ্রবাণ বলি রাম করিল স্মরণ।
আসিয়া সে বজ্রবাণ দিল দরশন॥
বুকে বাণ বাজিয়া লাটাই হেন ঘুরে।
ডানা ভাঙ্গা পাখী যেন উড়ে ধীরে ধীরে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় মারীচ কাতর।
সাত দিনে উত্তরিল লঙ্কার ভিতর॥
বহু জীব খাইয়া মারীচ লঙ্কাবাসী।
বিবেক সংসার ত্যজি হইল সন্ন্যাসী॥
হেথা যজ্ঞ মুনিরা করিল সমাধান।
আশিস্ করেন রামে দিয়া দূর্ব্বা ধান॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবর।
মিথিলাতে হইবেক সীতা স্বয়ম্বর॥
করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা।
হরধনু ভাঙ্গিবে যে তারে দিবে সীতা॥

দেখিলাম তোমারে যে বীর বলবান।
মনে বুঝি ধনুক করিবে দুইখান॥
শ্রীরাম বলেন আজ্ঞা কর যে এখন।
তাহা করি তব আজ্ঞা লঙ্ঘে কোন্ জন॥
তবে বিশ্বামিত্র যান জনকের ঘরে।
অনুব্রজি রামেরে লইল সমাদরে॥
বিশ্বামিত্র বলে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
জনকেরে প্রণাম করহ দুই জন॥
গুরুবাক্য অনুসারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করিলেন উভয়ে রাজাকে সম্ভাষণ॥
ধূর্জ্জটির দুর্জ্জয় ধনু আছে যেইখানে।
সভা সহ গেল সেই স্বয়ম্বর স্থানে॥

### শ্রীরাম কর্ত্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ ও শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ এবং পরশুরামের দর্পচূর্ণ

যত যত রাজা আছে ভাবিল অন্তরে।
দেখিব কেমনে শিশু ধনুর্ভঙ্গ করে॥
মুনি বলিলেন, রাম দেখাও কৌতুক।
মনোরথ পূর্ণ কর ভাঙ্গিয়া ধনুক॥

আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান।
মড় মড় শব্দে ধনু হৈল দুইখান॥
সভার সকল লোক হারাইল জ্ঞান।
ত্রিভুবন সঘনে হইল কম্পমান॥
হইলেন জনক ভূপতি হরষিত।
বাদ্য বাজে মিথিলা-নগরে অগণিত॥
জনক বলেন প্রভু করি নিবেদন।
সীতার বিবাহ জন্য কর শুভক্ষণ॥
মুনি বলিলেন শুন জনক রাজন।
আনিবারে রাজারে পাঠাও একজন
রাজা বলিলেন মুনি করি নিবেদন।
তোমা ভিন্ন কে যাইবে অযোধ্যা-ভুবন॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ঘটক হইয়া যাই অযোধ্যা-ভুবনে॥
মুনিরে হেরিয়া রাজা পড়ে পদতলে।
কোথায় লক্ষ্মণ কোথা রাম শুধু বলে॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ যশোধন।
পুত্রের বিক্রম কথা করহ শ্রবণ॥
তাড়কারে মারিলেন কৌশল্যা-নন্দন।
রাক্ষস মারিয়া শূন্য করিলেন বন॥
জনক করিয়াছিল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
তাহাতে হারিয়া গেল যত রাজগণ॥

শঙ্করের ধনুক করিয়া দুইখান।
লক্ষ্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেন দান॥
চারি কন্যা দিবেন জনক চারি ভায়ে।
চল মহারাজ শীঘ্র দুই পুত্র ল'য়ে॥
একথা শুনিয়া রাজা আনন্দে বিহ্বলে।
প্রণতি করেন মুনিচরণ-কমলে॥
অযোধ্যাতে তখন পড়িয়া গেল সাড়া।
লক্ষ লক্ষ হস্তী সাজে লক্ষ লক্ষ ঘোড়া॥
নানারূপ রথ সাজে অতি সুশোভন।
ডাকিয়া আনিল রাজা ভরত শত্রুঘ্ন॥
ত্বরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রণ।
অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন॥
দূত গিয়া বার্ত্তা দিল জনক রাজারে।
অনুব্রজি লও রাজা অজের কুমারে॥
রথ হৈতে নামিলেন অযোধ্যার পতি।
করিলেন জনক আদরে বহু স্তুতি॥
শুভলগ্ন দেখিয়া বশিষ্ঠ মুনিবর।
বার্ত্তা গিয়া দিলেন ভূপতির গোচর॥
আনন্দিত হইলেন অজের নন্দন।
আয়োজন করিলেন সর্ব্ব আভরণ॥
ল'য়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্থলে।
চারি ভাই বৈসে ছায়া মণ্ডপের তলে॥

গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইনু শরণ॥
দশরথ বলিলেন জনক রাজারে।
শরণ লইনু দিয়া এ চারি কুমারে॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ।
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ॥
চারি ভগিনীতে বেশ করে বিচক্ষণ।
তখন মণ্ডপে গিয়া দিলা দরশন॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে।
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে॥
অন্তঃপট ঘুচাইল যত বন্ধুগণ।
সীতা রামে পরস্পর হৈল দরশন॥

প্রভাতা হইল রাত্রি উদিত তপন।
বিদায় মাগেন গিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ॥
রাম সীতা চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ।
দীন দুঃখীরে করেন ধন বিতরণ॥
পরে তিন ভ্রাতা চাপিলেন চতুর্দ্দোলে।
পরম আনন্দে রাজা অযোধ্যায় চলে॥
রাম সীতা বিদায় করিলেন জনক।
দ্বিজেরে দিলেন ধন সহস্র সঙ্খ্যক॥

হেনকালে জামদগ্ন্য হাতেতে কুঠার।
রহ রহ বলিয়া ডাকিছে বার বার॥
খড়্গ চর্ম্ম ধনু শর শরীরে গ্রথিত।
ভীমবেশে ভার্গব হইল উপস্থিত॥
মুনি বলে, দশরথ বলি হে তোমারে।
ধনুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘরে॥
দশরথ কহেন আমার পুত্র রাম।
গুণ দিতে ধনুকে হইল দুইখান॥
বলেন পরশুরাম, আরক্ত নয়ন।
তুচ্ছ জ্ঞান কর দেখি তপস্বী ব্রাহ্মণ॥
নিঃক্ষত্রিয়া করি ভূমি তিন সাত বার।
রক্তে নদী বহাইল আমার কুঠার॥
আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই।
তাহাকে বধিয়া তার প্রতিফল দেই॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলা গুণ।
আমার ধনুকে রাম দেহ দেখি গুণ॥
একথা শুনিয়া রাম হাসিয়া কৌতুকে।
ধনু নোয়াইয়া গুণ দিলেন ধনুকে॥
ধনুক-টঙ্কার গিয়া ছাইল গগন।
পাতালে বাসুকি কাঁপে, স্বর্গে দেবগণ॥
শ্রীরামের স্তুতি করে শ্রীপরশুরাম।
তপস্যা করিতে মুনি যান নিজ ধাম॥

চতুর্দ্দোলে শ্রীরাম করেন আরোহণ।
অযোধ্যায় দ্রুততর করেন গমন ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
বন্দিলেন গিয়া সবে মায়ের চরণ ॥
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত সমান।
এত দূরে আদিকাণ্ড হৈল সমাধান ॥

—আদিকাণ্ড সমাপ্ত—

# অযোধ্যাকাণ্ড

— শিরে জটা ধরি তুমি আজি যাও বনে —

## শ্রীরামচন্দ্রের রাজা হইবার প্রস্তাব

বৃদ্ধ রাজা দশরথ, শিরে শুভ্র কেশ।
আসন বসন শুভ্র, শুভ্র সর্ব্ব বেশ॥
ভূপতি বলেন শুন পাত্র মিত্রগণ।
রামে রাজা করিব করহ আয়োজন॥

নানা পুষ্প বিকাশ, বসন্ত চৈত্র মাস।
রাম কালি রাজা হবে, আজি অধিবাস॥
পুত্রেরে শিখান বিদ্যা সভা বিদ্যমান।
রাজনীতি ধর্ম্ম আর বিবিধ বিধান॥

প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন।
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন॥
লোকের আদেশ তুমি শুনিহ যতনে।
তোমার মহিমা যেন সর্ব্বত্র বাখানে॥
রাজনীতি ধর্ম্ম তুমি শিখ সাবধানে।
যাহাতে মহিমা যশ বাড়ে দিনে দিনে॥
পরহিংসা পরপীড়া না করিহ মনে।
কভু না করিহ রাম লোভ পরধনে॥

শরণ লইলে শত্রু কর পরিত্রাণ।
অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ॥
রাজনীতি ধর্ম্ম রাজা শিখান রামেরে।
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হরিষ অন্তরে॥

রামের কল্যাণে রাণী করে নানা দান।
স্বর্ণ রৌপ্য অন্ন বস্ত্র সহস্র প্রমাণ ॥
আইল যতেক লোক রাজবিদ্যমানে।
রামচন্দ্র রাজা হবে শুনি ভাগ্য মানে ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, আনন্দ বিশেষ।
রাম রাজা হইলে না হবে কোন ক্লেশ ॥
ইন্দ্রপুরে যেমন সবার রম্য বেশ।
তেমনি মঙ্গলযুক্ত অযোধ্যার দেশ ॥

### কৈকেয়ীকে কুঁজীর মন্ত্রণা দান

দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
কে জানে, পড়িবে আসি প্রমাদ কখন ॥
পূর্ব্বজন্মে ছিল নামে দুন্দুভি অপ্সরা।
জন্মিল সে কুঁজী হয়ে নামেতে মন্থরা ॥
তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ডাবরী।
কুটিল স্বরূপা কুঁজী ক্রূরকর্ম্মকারী ॥
কৈকেয়ীর চেড়ী, ভরতের ধাত্রীমাতা।
রামের দুঃখের হেতু সৃজিল বিধাতা ॥
আচম্বিতে কুঁজী চেড়ী আইল বাহিরে।
প্রজা আনন্দিত সব দেখিল নগরে ॥
টুঙ্গীর উপরে উঠি কুঁজী তাহা দেখে।
রাম রাজা হবে, মহা হরষিত লোকে ॥

এমত শুনিল কুঁজী অন্য চেড়ী মুখে।
বজ্রাঘাত হয় যেন মন্থরার বুকে॥
কৈকেয়ী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে।
সত্বর মন্থরা গিয়া কহে সেইখানে॥
নির্ব্বুদ্ধি কৈকেয়ী শুয়ে আছ কোন্ লাজে।
তো হেন পুত্রের সনে কেহ নাহি মজে॥
অপমানে মরিবি তুই শোকের সাগরে।
ভরতে এড়িয়া রাজা রামে রাজা করে॥
কৈকেয়ী বলেন, রাম ধার্ম্মিক তনয়।
আমার গৌরব রাম রাখে অতিশয়॥
গুণের সাগর রাম, বিচারে পণ্ডিত।
পিতৃরাজ্য জ্যেষ্ঠপুত্র পাইতে উচিত॥
রাম রাজা হইলে আমার বহু মান।
শুভবার্ত্তা কহিলি, কি দিব তোরে দান॥
অঙ্গ হৈতে অলঙ্কার খুলি আস্তে ব্যস্তে।
আদরে কৈকেয়ী দেন মন্থরার হস্তে॥
কুপিল মন্থরা চেড়ী, দুই ওষ্ঠ কাঁপে।
কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে অতুল প্রতাপে॥
কৈকেয়ী তোমার দুঃখ আমার অন্তরে।
বলি হিত, বিপরীত বুঝাও আমারে॥
সপত্নীতনয় রাজা তুমি আনন্দিতা।
কৌশল্যা তোমার চেয়ে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা॥

নিজ পুত্রে রাজা করে স্বামীর সোহাগে।
থাকিবা দাসীর ন্যায় কৌশল্যার আগে॥
লালিয়া পালিয়া বড় করিনু ভরতে।
মাতাপুত্রে পড়িলা যে কৌশল্যার হাতে॥
ভরত না পেলে রাজ্য না আসিবে দেশে।
না দেখিবে তব মুখ, থাকিবে প্রবাসে॥
মন্ত্রণা করিয়া রামে পাঠাও কানন।
ভরতেরে রাজ্য দেহ যদি লয় মন॥
শুনিয়া কুঁজীর কথা কৈকেয়ীর আশ।
কুঁজীর বচনে তার বুদ্ধি হৈল নাশ॥
কৈকেয়ী বলেন, কুঁজী তুমি হিতৈষিণী।
রাম মম মন্দকারী কিছুই না জানি॥
ভরত প্রবাসে, রাম রাজা হবে আজি।
কেমনে অন্যথা করি, যুক্তি বল কুঁজী॥
কুঁজী বলে. যুক্তি চাহ যুক্তি দিতে পারি।
হেন যুক্তি দিব যে ভরতে রাজা করি॥
পূর্ব্বে যুদ্ধ করিল যে দারুণ সম্বর।
সেই যুদ্ধে মহারাজ ক্ষত কলেবর॥
তাহাতে করিলে তাঁর তুমি সেবা পূজা।
সুস্থ হৈয়া বর দিতে চাহিলেন রাজা॥
আরবার রাজার যে হইল বিস্ফোট।
তাপ দিতে মুখে ঠেকিল তোমার ঠোঁট।

রক্তপূঁজ যতেক লাগিল তব মুখে।
তব যত দুঃখ রাজা দেখিল সম্মুখে॥
তোমার সেবায় রাজা পাইল নিস্তার।
বর দিতে চাহিল তোমায় পুনর্ব্বার॥
তখন বলিলা তুমি রাজার গোচর।
কুঁজী যবে বর চাহে, তবে দিও বর॥
আজি রাম রাজা হবে বেলা অবশেষে।
আগে আসিবেন রাজা তোমার সম্ভাষে॥
তবে পূর্ব্ব নিবন্ধ কহিবে তাঁর স্থান।
দুই বর মাগিহ রাজার বিদ্যমান॥
এক বরে করাইবে রাজা ভরতেরে।
আর বরে পাঠাইবে অরণ্যে রামেরে॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ যদি রাম থাকে বনে।
পৃথিবী পূরাবে তুমি ভরতের ধনে॥

### ভরতকে রাজ্য দান ও শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দেওয়ার জন্য দশরথের নিকট কৈকেয়ীর প্রার্থনা

ফিরিল কৈকেয়ী রাণী কুঁজীর বচনে।
অধর্ম্ম অযশ কিছু নাহি করে মনে॥
শুনিয়া কুঁজীর বাক্য কৈকেয়ী সে কালে।
আভরণ ফেলাইয়া লুটে ভূমিতলে॥

পূর্ব্বজ্ঞানে গেল রাজা না জানে প্রমাদ।
গড়াগড়ি যায় রাণী করিছে বিষাদ॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
প্রাণ উড়ে যায় রাজার কৈকেয়ীর দুঃখে॥
কোন্ কার্য্যে কৈকেয়ী করহ অভিমান।
আজ্ঞা কর তাহাই তোমারে করি দান॥
এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আশ।
পূর্ব্বকথা তাঁর আগে করিল প্রকাশ॥
ভূপতি বলেন, যেই চাহ দিব দান।
আছুক অন্যের কাজ দিতে পারি প্রাণ॥
কৈকেয়ী বলেন, সত্য করিলে আপনি।
অষ্ট লোকপাল সাক্ষী শুন সত্য বাণী॥
দুই বারে দুই বর আছে তব ঠাই।
সেই দুই বর রাজা এইক্ষণে চাই॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে॥
দুরন্ত বচনে রাজা হইল কম্পিত।
অচেতন হইলেন নাহিক সম্বিত॥
কৈকেয়ী বলেন যেন শেল বুকে ফুটে।
চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে॥

মুখে ধূলা উঠে, রাজা কাঁপিছে অন্তরে।
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে॥
রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন।
সেই দিন সেই ক্ষণে আমার মরণ॥
পরমায়ু থাকিতে বধিলি মম প্রাণ।
পায়ে পড়ি কৈকেয়ী, করহ প্রাণদান॥
প্রভাতে বসিব কল্য সভা বিগুমানে।
পৃথিবীর যত রাজা আসিবে সে স্থানে॥
অধিবাস রামের হইল সবে জানে।
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব সে সকল জনে॥
কৈকেয়ী বলেন, সত্য আপুনি করিলে।
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলে॥
দিলে সত্য করিয়া আমারে দুই বর।
এখন কাতর কেন হও নৃপবর॥
ভূমে গড়াগড়ি রাজা যায় অভিমানে।
এতেক প্রমাদ কথা কেহ নাহি জানে॥
অধিবাস হইয়াছে জানে সর্ব্বজন।
সবে বলে বশিষ্ঠ হইল শুভক্ষণ॥
সুমন্ত্র সারথি গেল সকলের বোলে।
দেখে, রাজা অজ্ঞান লোটায় ভূমিতলে॥
সুমন্ত্র বলিছে, কেন লোটাও রাজন।
রামে রাজা করিতে হইল শুভক্ষণ॥

রাজা বলিলেন, পাত্র না জান কারণ।
মম বধ করিতে কৈকেয়ীর যতন॥
বুকে শেল মারিয়াছে বলিয়া কুবাণী।
তার সত্যে বন্দী আমি হয়েছি আপনি॥
শীঘ্র গিয়া আন রামে আমার বচনে।
তুমি আমি রাম যুক্তি করি তিন জনে॥
শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সারথি।
উপনীত হইল যেখানে রঘুপতি॥
শ্রীরাম বলেন, পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি।
বিলম্ব না করি আর, চল যাত্রা করি॥
দশরথ রাজা ভূমে লোটে অভিমানে।
কৈকেয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে।
শ্রীরাম বলেন, মাতা কহ ত কারণ।
কেন পিতা বিষাদিত ভূমেতে শয়ন॥
কোন্ দোষ করিলাম পিতার চরণে।
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে॥
কি আজ্ঞা পিতার আমি করিব পালন।
সেই কথা মাতা মোরে কহ বিবরণ॥
শ্রীরাম সরল, সে কৈকেয়ী পাপ হিয়া।
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া॥
দৈত্যযুদ্ধ মহারাজ ঘায়েতে জর্জ্জর।
তাতে সেবিলাম, দিতে চাহিলেন বর॥

দুই বারে দুই বর আছে মম ধার।
মম ধার শুধি তাঁরে সত্যে কর পার॥
এক বরে ভরতে করিব দণ্ডধর।
আর বরে রাম তুমি হও বনচর॥
শিরে জটা ধরি তুমি পরিবে বাকল।
বনে চৌদ্দ বৎসর খাইবে ফুল ফল॥
শুনিয়া কহেন রাম সহাস্য বদনে।
তোমার আজ্ঞায় মাতা এই যাই বনে॥
তব প্রীতি হবে, রবে পিতার বচন।
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন॥
ভরতেরে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ।
ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ॥

### পিতৃসত্য পালনার্থে শ্রীরামচন্দ্রের বনে গমনোদ্যোগ

ভূমে লোটাইয়া রাজা আছেন বিষাদে।
শুনেন দোঁহার বাক্য স্বপ্ন হেন বোধে॥
রামচন্দ্র পিতার চরণদ্বয় বন্দে।
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে॥
পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত।
হা রাম বলিয়া রাজা হ'লেন মূর্চ্ছিত॥
মুখে নাহি শব্দ রাজার, নাহিক চেতন।
হইলেন বাহির যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

করেন কৌশল্যাদেবী দেবতা পূজন।
ধূপ ধূনা ঘৃত দীপ জ্বালিল তখন॥
হেনকালে শ্রীরাম মায়েব পদ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ করে রাণী পরম আনন্দে॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা হৃষ্ট হও কিসে।
হাতেতে আইল নিধি, গেল দৈব দোষে॥
বিমাতার বচনে যাইতে হৈল বন।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন॥
শুনিয়া পড়িল রাণী মূর্চ্ছিত হইয়া।
ডাকেন ত্বরিত রাম মা মা বলিয়া॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা দৈবের ঘটন।
বিমাতার দোষ নাই, বিধির লিখন॥
পিতৃসেবা বিমাতা করিল বারে বাব।
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার॥
আজি আমি রাজা হব সকলের আগে।
শুনিয়া বিমাতা সেই দুই বর মাগে॥
এক বরে ভরতে করিবে দণ্ডধর।
আর বরে আমি যাই বনের ভিতর॥
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে।
ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা অন্তরে॥
কাটিয়ে কদলী যেন লোটায় ভূতলে।
হা পুত্র বলিয়া রাণী রাম প্রতি বলে॥

স্ত্রীর বাক্যে যিনি পুত্রে পাঠান কাননে।
এমত পিতায় কথা না শুনিহ কানে॥
লক্ষ্মণ বলেন, সত্য তব কথা পূজি।
স্ত্রীবশ পিতাব বাক্যে কেন বাজ্য ত্যজি॥
যদি বঘুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই।
ভবতে খণ্ডিয়া বাজ্য তোমাবে দেওয়াই॥
শ্রীবাম বলেন মাতা শুন এক কথা।
পিতা অতিশয় মান্য তোমাব দেবতা॥
পিতৃসত্য আমি যদি না কবি পালন।
বৃথা রাজ্যভোগ মম, বৃথাই জীবন॥
আস্ফালন লক্ষ্মণ কবেন অতিশয়।
শ্রীবাম বলেন, তব বুদ্ধি ভাল নয়॥
ধনুকেতে গুণ দিয়া ফিবে চাবিভিতে।
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীব লাগিল কহিতে॥
ক্ষত্রিয় কোথায় কে কবেছে বনবাস।
শত্রুর বচনে কেন ছাড়ি বাজ্য আশ॥
অকারণে ধরি খড়্গ চর্ম্ম ভল্ল শূল।
আজ্ঞা কব, ভবতেবে কবিব নির্ম্মূল॥
শ্রীরাম বলেন, তার নাহি অপরাধ।
ভরত না জানে কিছু এতেক প্রমাদ॥
অকারণে ভরতেরে কেন কর রোষ।
বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা তাহার কি দোষ॥

বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সম্ভাষণে ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা নিজ কর্ম্মদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি দিনে ॥
জানকী বলেন, সুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস ॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি
স্বামীর জীবনে জীয়ে, মরণে সংহতি ॥
যদি বল সীতা বনে পাবে বড় দুখ।
শত দুঃখ ঘুচে যদি হেরি তব মুখ ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন জনক দুহিতে।
বিষম দণ্ডক বন না যাইও সাথে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ গেল দেখ বুঝি মনে।
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দুজনে ॥
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে ॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে ॥

তব সঙ্গে থাকি যদি লাগে ধূলি গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব দুঃখে দুঃখ মম, সুখে সুখভাব।
আহারে আহার আর বিহারে বিহার॥
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন॥
শ্রীরাম বলেন, বুঝিলাম তব মন।
তোমারে পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে।
খুলিলেন অলঙ্কার, যা ছিল শরীরে॥
সীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু বস্ত্র ধন।
সে সকল করিলেন তিনি বিতরণ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন॥
লক্ষ্মণ বলেন, আমি হই অগ্রসর।
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর॥
সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে।
সেবকে ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুইজনে॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই যদি যাবে বন।
বাছিয়া ধনুক বাণ লহ রে লক্ষ্মণ॥
বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে।
ধনুর্ব্বাণ লহ, যেন জয়ী হই রণে॥

পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
ভাল ভাল বাণ সব বান্ধিল বিস্তর॥
ভাণ্ডার করেন শূন্য ধন বিতরণে।
সবারে তোষেণ রাম মধুর বচনে॥
আমা লাগি তোমরা না করিহ ক্রন্দন।
করিবে ভরত ভাই সবার পালন॥

### শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের বনে গমন

রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাসে॥
নানারূপে শ্রীরামেরে সকলে বাখানে
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিনজনে॥
কহেন বন্দিয়া রাম পিতার চরণে।
আজ্ঞা কর বনে যাই মোরা তিন জনে॥
কহিলেন নৃপতি করিয়া হাহাকার।
মম সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর॥
গাছের বাকল পরি দণ্ড করি হাতে।
জানকী লক্ষ্মণ যাবে শ্রীরামের সাথে॥
অশ্রুজল সবাকার করে ছল ছল।
কেমনে পরিবে সীতা গাছের বাকল॥
বধূর বাকল দেখি রাজার ক্রন্দন।
পাত্র মিত্র বলে, সীতা পরুন বসন॥

নানারত্নে পূর্ণিত যে রাজার ভাণ্ডার।
সুমন্ত্র শুনিয়া আনে দিব্য অলঙ্কার॥
পট্টবস্ত্র পরিলেন অতি মনোহর।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ধরিল সুন্দর॥
বিদায় হইয়া সীতা শ্বশুর চরণে।
যোড়হাতে রহে শাশুড়ীর বিগুমানে।
কৌশল্যা বলেন সীতা শুন সাবধানে॥
স্বামী সেবা সতত করিবে রাত্রি দিনে॥
রাজার বহুড়ী তুমি রাজার কুমারী।
তোমার আচারে আচরিবে অন্য নারী॥
বন্দেন সবারে রাম যত রাজরাণী।
সবাকার ঠাঞি রাম মাগেন মেলানি॥
নমস্কার করিলেন কৈকেয়ী চরণে।
অনুমতি কর মাতা আমি যাই বনে॥
রাজা বলিলেন, আজ্ঞা না কর লঙ্ঘন।
তিন দিন রথে রাম করহ গমন॥
ভাঙ্গিল সকল রাজ্য অযোধ্যা-নগরী।
শ্রীরামের পাছে ধায় সব অন্তঃপুরী॥
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি রাজা উর্দ্ধশ্বাসে ধান।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কত দূরে যান॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুমন্ত্র সারথি।
দেখিতে না পারি আমি পিতার দুর্গতি॥

রথের কবাও তুমি ত্বরিত গমন।
পিতাব সহিত যেন না হয় দর্শন॥
শ্রীরামের আজ্ঞামতে সুমন্ত্র সারথি।
রথখান চালাইল পবনের গতি॥
কত দূরে গিয়া বথ হৈল অদর্শন।
ভূমেতে পড়েন রাজা হ'য়ে অচেতন॥
গেলেন শোকার্ত্ত বাজা কৌশল্যাব ঘব।
দোঁহার হইল শোক একই সোসব॥
পক্ষী হেন উড়ে রথ যায় নানা দেশ।
কোশলেব রাজ্যে রাম কবেন প্রবেশ॥
ভাস্কর পশ্চিমে যান বেলা অবশেষে।
তখন গেলেন বাম শৃঙ্গবেব দেশে॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুমন্ত্র সারথি।
মিত্রেব বাটীতে আমি থাকি এক রাতি॥
গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিত্র।
আমাবে পাইলে হবে প্রফুল্লিত চিত্ত॥
তিন দিন রথে আসি পিতার আদেশে।
তিন দিন পার হ'ল যাও ফিবে দেশে॥
পিতামাতা সবাকারে দিও নমস্কাব।
আমা হেতু শোক যেন না করেন আর॥
সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া, শ্রীবাম চিন্তিত।
মন্ত্রণা করেন সীতা লক্ষ্মণ সহিত॥

হেথা হৈতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ।
এখানে থাকিলে নিত্য আসিবে ভরত॥
মিত্র গুহকের প্রতি বলেন শ্রীরাম।
চিত্রকূট শৈলে গিয়া করিব বিশ্রাম॥
গুহের বাড়ীতে রাম, করি অবস্থিতি।
বিদায় হইয়া রাম, যান শীঘ্রগতি॥
প্রাতঃকালে গুহ, নৌকা করিল সাজন।
পার হৈয়া কূলেতে উঠেন তিন জন॥
শ্রীরাম বলেন ভরদ্বাজের নিকটে।
আজি বাসা করি গিয়া থাকি নিঃসঙ্কটে॥
রাম-কথা শুনি মুনি উঠেন সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করেন শ্রীরামে॥
সেইখানে শ্রীরাম বঞ্চেন এক রাতি।
বিদায় হইয়া রাম, যান শীঘ্রগতি॥

### দশরথের মৃত্যু

এদিকে সুমন্ত্র গিয়া অযোধ্যা-নগরে।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রাজার গোচরে॥
বিদায় দিলেন রাম মধুর বচনে।
প্রণিপাত করিয়াছে তোমার চরণে॥
এতেক সুমন্ত্র যদি বলিল বচন।
পুরীর সহিত সবে করিল ক্রন্দন॥

কৌশল্যার ঠাঁই রাজা কহে পূর্ব্বকথা।
মহাজন যাহা বলে, না হয় অন্যথা॥
অন্ধ সে মুনির বাক্য না হয় খণ্ডন।
আজিকার রাত্রে রাণী আমার মরণ॥
হাহাকার করি রাজা ত্যজিল জীবন।
নিদ্রা যায় দশরথ হেন লয় মন॥
ভূমে গড়াগড়ি যায় কৌশল্যা তাপিনী।
কৌশল্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি॥
স্বর্গেতে গেলেন রাজা পালিয়া পৃথিবী।
তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম কর, তুমি মহাদেবী॥
রাজাকে রাখহ করি তৈল মধ্যগত।
দেশে আসি অগ্নিকার্য্য করিবে ভরত॥
বুদ্ধির সাগর পাত্র মন্ত্রণা বিশেষে।
চলিলেন ভরতেরে আনিবারে দেশে॥
গিরিরাজ দেশেতে কেকয় রাজা বৈসে।
উত্তরিল গিয়া পাত্র পঞ্চম দিবসে॥

### ভরতের অযোধ্যায় আগমন এবং রামকে বন হইতে গৃহে আনিবার জন্য গমন

ভরত বসিয়া আছে ভূপতির পাশে।
অযোধ্যার দূত গিয়া তথন প্রবেশে॥
কেকয় রাজার প্রতি নোয়াইয়া মাথা।
ভরতের আগে দূত কহে সব কথা॥

আইলাম তোমাকে লইতে সর্ব্বজন।
ভরত ঝটিতি দেশে কর আগমন॥
প্রণাম করিয়ে মাতামহের চরণে।
হইলেন ভরত বিদায় সেইক্ষণে॥
সূর্য্য যান অস্তগিরি বেলা অবশেষে।
হেনকালে সবে তাঁরা অযোধ্যা প্রবেশে॥
শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রন্দন।
অযোধ্যার সর্ব্ব লোক বিরস বদন॥
জিজ্ঞাসেন ভরত হইয়া বিষাদিত।
প্রজালোক কান্দে কেন, নহে হরষিত॥
অনেক দিনের পর আইলাম দেশে।
কাছে না আইসে কেহ, কেহ না সম্ভাষে॥
এত শুনি দূতগণ হেঁট করে মাথা।
কেহ নাহি কহে কোন ভাল মন্দ কথা॥
ভরত ভাবিত অতি মানিয়া বিস্ময়।
প্রথমে গেলেন তিনি পিতার আলয়॥
ভরত পিতার গৃহ শূন্যময় দেখি।
মায়ের আবাসে যান হয়ে মনোতুঃখী॥
কৈকেয়ী বসিয়া আছে রত্ন-সিংহাসনে।
পড়িয়াছে প্রমাদ, মনেতে নাহি গণে॥
ভরতেরে দেখিয়া ত্যজিল সিংহাসন।
ভরত করেন তাঁর চরণ বন্দন॥

ভরত বলেন, মাতা না হও বিকল।
মাতা পিতা ভ্রাতা কহ সবার কুশল॥
অযোধ্যার রাজ্য কেন দেখি বিপরীত।
সকলে বিষণ্ণ কেহ নহে হরষিত॥
পিতার আলয়ে কেন না দেখি পিতারে।
অযোধ্যা-নগর কেন পূর্ণ হাহাকারে॥
যে কথা কহিতে কারো মুখে না আইসে।
হেন কথা কহে রাণী পরম হরিষে॥
সত্যবাদী তব পিতা, সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গেতে গেলেন সত্যবীর॥
ভরত বলেন, শুনি পিতার মরণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাঁরা কোথা দুই জন॥
কৈকেয়ী সকল কহে ভরতের স্থানে।
রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে॥
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেনকালে রামেরে দিলেন বনবাস॥
তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন।
হা রাম বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন॥
মাতৃধার পুত্র কভু শুধিতে না পারে।
রাম ল'য়েছিল রাজ্য, দিলাম তোমারে॥
ঘায়েতে লাগিলে ঘা যেন বড় জ্বলে।
ভরত তেমন জ্বালাতন হ'য়ে বলে॥

নিজ গুণ কহ মাতা, আপনার মুখে।
আপনি মজিলে মাতা, ডুবিলে নরকে ॥
রাজকুলে জন্মিয়া শুনিলে কোন্‌খানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে ॥
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন।
তুই কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলি বন ॥
রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ।
তিনকুল মজাইলি স্বামী করি বধ ॥
ভরত জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য ক্রোধে জ্বলে।
দেখিয়া কৈকেয়ী ভয়ে যায় অন্য স্থলে ॥
আইলেন শত্রুঘ্ন করিতে সম্ভাষণ।
ভরতের ক্রন্দনে কান্দেন দুই জন ॥
ভাই ভাই বলিয়া ভরত নিল কোলে।
দু'জনার অঙ্গ তিতে নয়নের জলে ॥
ভরত বলেন, ভাই দেব সব জানে।
এতেক হইবে ভাই, জানিব কেমনে ॥
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে।
কৌশল্যার কাছে যাব কেমন সাহসে ॥
ভরত শত্রুঘ্ন গিয়া ভাই দুই জন।
করিলেন কৌশল্যার চরণ বন্দন ॥
পুত্র বলি কৌশল্যা ভরতে নিল কোলে।
উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্রজলে ॥

কৌশল্যা কহেন, শুন কৈকেয়ী-নন্দন।
মায়ে পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন ॥
কাতর ভরত অতি কৌশল্যার বোলে।
রামের সেবক আমি তুমি জান ভালে ॥
মম মতে রাম যদি গিয়াছেন বনে।
দিব্য করি মাতা আমি তোমার চরণে ॥
রামেরে বঞ্চিয়া যদি রাজ্য আমি চাই।
ইহ পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই ॥
শপথ করেন এত ভরত তখন।
কৌশল্যা বলেন, পুত্র জানি তব মন ॥
রামের হৃদয় ধর্ম্মে যেমন তৎপর।
তোমার হৃদয় পুত্র একই সোসর ॥
মৃতদেহ আছে ঘরে, বড় পাই লাজ।
শীঘ্র কর ভরত পিতার অগ্নি-কাজ ॥
পিতৃশোক ভ্রাতৃশোক মায়ের অযশ।
ভরত করেন খেদ রজনী দিবস ॥
বশিষ্ঠ বলেন, ত্যজ ভরত ক্রন্দন।
পিতৃ-অগ্নিকার্য্য শ্রাদ্ধ করহ তর্পণ ॥
তৈলের ভিতরে ছিলেন মৃত রাজা।
সরযূর তীরে ল'য়ে যায় বন্ধু প্রজা ॥
পিতারে করেন দাহ ঘৃতের অনলে।
করিলেন তর্পণাদি সরযূর জলে ॥

ত্রয়োদশ দিবসে করেন শ্রাদ্ধ দান।
নানা দান করেন সে শাস্ত্রেব বিধান॥
সমাপ্ত হইল শ্রাদ্ধ নিবাবিল দান।
পাত্র মিত্র কহে গিযা ভবতেব স্থান॥
পিতৃদত্ত বাজ্য তুমি ছাড কি কাবণ।
বাজা হৈযা কব তুমি প্রজাব পালন॥
ভবত বলেন, পাত্র না বলিবে আব।
জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠেব নাহি অধিকাব॥
বাজ্যেব উচিত বাজা বামচন্দ্র ভাই।
বামেবে কবিব বাজা, চল তথা যাই॥
ঘোডা হাতী বথ চলে, সাজান সাবথি।
ভবত আনিতে বামে যান শীঘ্রগতি॥
আছেন যমুনা-পাবে বাম বনবাসে।
ভবত উত্তবে গিযা শৃঙ্গবেব দেশে॥
দশদিক্ হইল ধূলায় অন্ধকাব।
হইল ভবত সৈন্য যমুনায় পাব॥
গলবস্ত্র ভবত, নযনে বহে নীব।
পথ পর্য্যটনে অতি মলিন শবীব॥
পড়িলেন শ্রীবামেব চবণ-কমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে॥
ভরত কহেন, ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন॥

অপরাধ ক্ষমা কর, চল প্রভু দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ ॥
অযোধ্যা-ভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনে অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার ॥
শ্রীরাম বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল, এ নহে উচিত ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি, দেখিবে প্রত্যক্ষ ॥
থাকুক্ সে সব কথা, শুনিব সকল।
বলহ ভরত আগে পিতার কুশল ॥
বশিষ্ঠ কহেন, রাম না কহিলে নয়।
স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয় ॥
শুনি মূর্চ্ছাগত রাম জানকী লক্ষ্মণ।
ভূমিতে লুটিয়া বহু করেন রোদন ॥
সুমন্ত্র কহিল গিয়া, তুমি গেলে বন।
হা রাম বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন ॥
পিতৃকথা শুনিয়া কান্দেন তিন জন।
এ দিকে শ্রাদ্ধের দ্রব্য হয় আয়োজন ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন ফল্গুনদী-তীরে।
পিতৃপিণ্ড সমর্পণ করেন সে নীরে ॥
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয় ॥

শ্রীরাম বলেন, মুনি হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়॥
চতুর্দ্দশ বৎসর জানহ গত প্রায়।
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায়॥
যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমনে রাখিব রাজ্য, মম কার্য্য নয়॥
তোমার পাদুকা দেহ, করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা॥
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ, প্রফুল্ল অন্তরে॥
সৈন্যগণ সহিত ভরত অতঃপরে।
তিন দিনে আইলেন অযোধ্যা-নগরে॥
রত্ন সিংহাসনেতে ভরত পট্ট পাতি।
তদুপরি পাদুকা থুইয়া ধরে ছাতি॥
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসার চর্ম্মে।
পাত্র মিত্র সহিত থাকেন রাজকর্ম্মে॥

—অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত—

# অরণ্যকাণ্ড

-রাবণ মধুর বাক্যে সীতারে সম্ভাষে-

## দশ বৎসরকাল শ্রীরামচন্দ্রের নানা বনে ভ্রমণান্তর পঞ্চবটী বনে অবস্থিতি

করিলেন অযোধ্যায় ভরত গমন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহেন তিন জন॥
আমা নিতে ভরত আইলে পুনর্ব্বার।
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার॥
চিত্রকূট অযোধ্যা নহে ত বহু দূর।
ভরত ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর॥
রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে।
চিত্রকূট ত্যাগ করি চলেন দক্ষিণে॥
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্য স্থান।
তথা গিয়া রঘুবীর করে অবস্থান॥
ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরের কেকাধ্বনি, ভ্রমরের গীত॥
নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর॥
ঘুরিতে ঘুরিতে রাম করেন গমন।
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন॥
অগস্ত্যের চরণ বন্দেন তিন জন।
অগস্ত্য বলেন, কি অপূর্ব্ব দরশন॥
করিয়া প্রভাতকৃত্য শ্রীরঘুনন্দন।
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন॥

পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে।
আজ্ঞা কর অগস্ত্য, থাকিব কোন্ স্থানে ॥
অগস্ত্য বলেন, শুনি রামের বচন।
যেখানে থাকিবে, সেই মহেন্দ্র-ভবন ॥
গোদাবরী তীরে রাম দিব্য আয়তন।
পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিন জন ॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
রামেরে অগস্ত্যমুনি করিলেন দান ॥
অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়া বিদায়।
চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায় ॥
আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ বাঁধেন দিব্য ঘর।
পঞ্চবটী বনে সেই অতি মনোহর ॥
পাতা লতা নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া।
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া ॥
ফল মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ।
অযত্নসুলভ গোদাবরীর জীবন ॥

### লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পণখার নাসা কর্ণ ছেদন ও খর-দূষণের মৃত্যু

রহেন এরূপে পঞ্চবটী তিন জন।
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব্ব ঘটন ॥
রাবণের ভগ্নী সেই নাম সূর্পণখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা ॥

জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল হৃদয়।
সূর্পণখা আপনার দেয় পরিচয়॥
লঙ্কাতে বসতি, আমি রাবণ-ভগিনী।
নানা দেশে ভ্রমি আমি হ'য়ে একাকিনী॥
দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাহি ভয়।
তোমার কামিনী হই, হেন বাঞ্ছা হয়॥
লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজ॥
অন্য ভ্রাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ভাই খর দূষণ এখানে দুই জন॥
অতি আহ্লাদের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী।
তোমার হইলে কৃপা, ধন্য করি মানি॥
পরিহাস করেন শ্রীরাম সুচতুর।
রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর॥
আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও, এই বড় গুণী॥
লক্ষ্মণ বলেন, আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ॥
ভুবনের সার রাম, অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন, কর ইহারে বিনাশ॥

ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ ।
এক বাণে তাহার কাটিল নাক কাণ ॥
খান্দা নাকে ধান্দা লাগে রক্ত পড়ে স্রোতে ।
রাক্ষসীর ওষ্ঠাধর ভিজিল শোণিতে ॥
সূর্পণখা যায় খর দূষণের পাশে ।
নাকে হাত দিয়া কান্দে, গাত্র রক্তে ভাসে ॥
কহে খর দূষণ রাক্ষস সেনাপতি ।
কোন বেটা করিল ভগিনীর দুর্গতি ॥
বসিয়া ত সূর্পণখা কহে ধীরে ধীরে ।
আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে ॥
গেলাম মনুষ্য-মাংস খাইবার সাধে ।
নাক কাণ কাটে মোর এই অপরাধে ॥
ছিল চৌদ্দ জন যে প্রধান সেনাপতি ।
যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি ॥
মার মার করিয়া ধাইল নিশাচর ।
কোলাহলে হইল পূর্ণিত দিগন্তর ॥
চতুর্দ্দশ বাণ রাম পূরেন সন্ধান ।
চতুর্দ্দশ নিশাচর ত্যজিল পরাণ ॥
চৌদ্দ জন যুদ্ধে পড়ে, সূর্পণখা দেখে ।
ত্রাস পাইয়া কহে গিয়া খরের সম্মুখে ॥
যে চৌদ্দ রাক্ষস পাঠাইলে রণ-স্থান ।
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ ॥

খর বলে, দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে রাক্ষস দূষণ।
রামেরে মারিব আগে, পশ্চাৎ লক্ষ্মণ॥
ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ
মানুষ হইয়া তোর মোর সনে রণ॥
সন্ধান পুরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ।
তার বাণ কাটিয়া করিল খান খান॥
দুইজনে বাণ বর্ষে, দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি বাণে করিল জর্জ্জর।
যুড়িয়া সহস্র বাণ শ্রীরাম ধনুকে।
অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুকে।
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বাণে
যোড়েন গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র ধনুকের গুণে॥
পড়িল সকল বীর, খর মাত্র আছে।
দূষণের সেনা[illegible]তি দেখে তার কাছে॥
আপনি নিকট হ'য়ে প্রবেশে সংগ্রামে।
[illegible]হাশূল নিক্ষেপ সে করিল শ্রীরামে॥
পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে।
ত্রিভুবনে সেই বর অন্যথা কে করে॥
বাণেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে।
শূল সহ দূষণের দুই হাত কাটে॥

দূষণ পড়িল, খর লাগিল ভাবিতে।
কাতর হইল বীর নেত্রজলে তিতে ॥
কাল বুঝি খরেরে এড়েন রাম বাণ।
খান খান করেন খরের ধনুখান ॥
রামেরে কামড় দিতে যায় মহা রোষে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়িলেন ত্রাসে ॥
বজ্রাঘাতে যেমন পর্ব্বত দুই চির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খর-বীর ॥

### সূর্পণখা কর্ত্তৃক রাবণকে রাক্ষস-বধ ও সীতার সংবাদ দান

রামেরে সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে
শঙ্কাকুল লঙ্কায় চলিল মনোদুঃখে ॥
সভা করি বসিয়াছে ভূপতি রাবণ।
হেনকালে সূর্পণখা দিল দরশন ॥
শুনি সূর্পণখার মুখেতে বিবরণ।
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন ॥
সূর্পণখা বলে, দশরথের নন্দন।
পিতৃসত্য পালিয়া বেড়ায় বনে বন ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।
একা রাম সকলেরে সংহার করিল ॥
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।
তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির ॥

রামের মহিষী সীতা, সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্য-মোহিনী রূপে সুন্দরী কামিনী॥
রামেরে ভাড়াঁও আর ভাড়াও লক্ষ্মণে।
আনহ রমণী-রত্ন যত্নে এইক্ষণে॥
যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে।
তেমনি মরুক সে সীতার শোকানলে॥
যুক্তি করে রাবণ তখনি সভাস্থানে।
রামে ভাড়াইয়া সীতা আনিবে কেমনে॥

রাবণ ও মারীচ

আর দিন দশানন আইল বাহিরে।
আনিল পুষ্পক-রথ সারথি সত্বরে॥
তপ করে বালখিল্য আদি মুনিগণ।
মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ॥
মারীচ পাইল ভয় রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন ভীত হয় গরুড় নিরখি॥
রাজা বলে, মারীচ হরিণ হও তুমি।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি॥
দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।
সকলেরে সংহারিল রাম একেশ্বর॥
না করি ইহার যদি আমি প্রতিকার।
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার॥

সীতারে হরিব, করি তোমারে সহায়।
শুনিয়া মারীচ কহে, করি হায় হায়॥
রাম সহ বিবাদে যাইবে যমপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী॥
মৃগবেশে যদি আমি যাই তার কাছে।
আমার অগ্রেতে মৃত্যু, তব মৃত্যু পাছে॥
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশ্বর।
সীতা-লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর॥
ঔষধ না খায় যার নিকট মরণ।
যত বলে মারীচ, তা না শুনে রাবণ॥
রুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর, শুনরে দুর্ম্মতি॥
নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন।
তথাপি আনিব সীতা, না যায় খণ্ডন॥
ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূরে।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য ঘরে॥
রাজা পাত্র করে যুক্তি হয়ে একমতি
রথে চাপি উভয়েতে চলে শীঘ্রগতি॥
মৃগরূপ ধরিল মারীচ মহাবীর।
বিচিত্র সুচিত্র তার সুবর্ণ শরীর॥
রাম সীতা বসিয়া আছেন দুই জন।
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন॥

শ্রীরামে বলেন সীতা মধুর বচন।
এই মৃগচর্ম্ম দেও করি নিবেদন॥
লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ-বচন॥
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনি-মুখে।
পাতয়ে মায়ার ফাঁদ আপনার সুখে॥
লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবীর।
মারীচ আইল কি সে, কর ভাই স্থির॥
যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে॥
আমার বচন কভু না করিহ আন।
প্রমাদ না পড়ে যেন, হইও সাবধান॥
শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে
পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে॥
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল॥
মারীচ সশঙ্ক হয়ে যায় ধীরে ধীরে।
আগে ধায়, পিছে যায়, চায় ফিরে ফিরে॥
ঐষিক বিশিখ রাম পূরেন সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান॥
তখন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত॥

লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে॥

### রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ

হেথা সীতা শুনিলেন করুণ বচন।
বলিলেন, শীঘ্র যাও দেবর লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বলেন, নাই শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়॥
তাহা না মানেন সীতা হয়ে উতরোলী।
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি॥
লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি, মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ॥
গণ্ডী দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর॥
হইল বিমুখ বিধি, চলেন লক্ষ্মণ।
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ॥
এত দূরে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা পাশ॥
রাবণ মধুর বাক্যে সীতারে সম্ভাষে।
কোন্ জাতি নারী তুমি, ঘর কোন্ দেশে॥
পরিচয় দেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
অমৃত সেচিল যেন মধুর বচনে॥

জনক-নন্দিনী আমি, নাম ধবি সীতা।
দশবথ-পুত্রবধূ, বামেব বনিতা ॥
তবে পবিচয় দেয় বাজা দশানন।
ভিক্ষা দিলে, যাই চলে নিজ নিকেতন ॥
জানকী বলেন, দ্বিজ কবি নিবেদন।
পক্ক ফল ঘবে আছে, কবহ ভক্ষণ ॥
বাবণ বলেন, সীতা ব্রত কবি বনে।
ঘবেতে না লই ভিক্ষা, জানে মুনিগণে ॥
জানকী ভাবেন, ব্যর্থ অতিথি যাইবে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হবে, প্রভু কি বলিবে ॥
ফল হাতে বাহিব হইলেন জানকী।
ধবিয়া সীতাব হাত লইল পাতকী ॥
রাবণ বলিল, সীতে শুনহ বচন।
বাক্ষসেব বাজা আমি, নাম দশানন ॥
অল্প বুদ্ধি সে রামের অত্যল্প জীবন।
যুগে যুগে চিবজীবী আমি দশানন ॥
কোপান্বিতা সীতাদেবী বাবণ-বচনে।
রাবণেবে গালি দেন যত আসে মনে ॥
প্রকাশে রাক্ষস মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
অধিক তর্জ্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর ॥

সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন ॥
জানকী বলেন, শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও, সীতা হরিল রাবণ ॥
বনের ভিতর যত আছ বৃক্ষলতা।
রামেরে কহিও, রাবণ হরিয়াছে সীতা ॥

### জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ

জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
দূর হৈতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দ্দিকে চায়।
দেখিল, রাবণ রাজা সীতা লয়ে যায় ॥
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট ॥
ডাক দিয়া বলে পক্ষী, শুন নিশাচর।
আপনা না জানিস তুই পাপী দুরাচার ॥
দশরথ রাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুত্রবধূ হরিলি, তাঁহারে নাহি ডর ॥
পাখসাট মারে পক্ষী, আর দেয় গালি।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী ॥
যুঝে পক্ষিরাজ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস।
বৃক্ষডালে বৈসে তার ঘন বহে শ্বাস ॥

দুর্জ্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
কি করিতে পারে তারে পক্ষীর পরাণে ॥
রাবণ দেখিল, পক্ষী বলে নাহি টুটে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার দুই পাখা কাটে ॥
ভূমিতে পড়িয়া পক্ষী করে ছটফট।
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট ॥
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিহ তোমার সীতা নিল লঙ্কেশ্বর ॥
জানকীর কথা শুনি দশানন হাসে।
রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাসে ॥
সীতা যত গালি দেয়, রাবণ না শুনে।
রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগনে ॥
রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ-পুষ্পে ছাইল গগন ॥
ঋষ্যমুক নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর ॥
নল নীল গবাক্ষ ও পবন-নন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব বসেছে দুই জন ॥
ডাকিয়া বলেন, আমি সীতা নাম ধরি।
গায়ের ভূষণ লহ গলার উত্তরী ॥
রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাঁহাকে কহিও, সীতা হরিল রাবণ ॥

অধোমুখে জানকী কান্দেন আশঙ্কায়।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়॥
সীতারে রাখিল ল'য়ে অশোক-কাননে।
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়ীগণে॥
সশোক থাকেন সীতা অশোক-কাননে।
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম, সলিল নয়নে॥

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ

যেমন চিন্তেন রাম, ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি॥
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই॥
উপনীত দুই ভাই কুটীরের দ্বারে।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই সীতা নাই ঘরে।
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে॥
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর॥

কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশু পাখী॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন॥
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেণ কানন।
দেখিলেন পাথারে সীতার ভূষণ॥
শ্রীরাম বলেন, দেখ ভাই রে লক্ষ্মণ।
এইখানে সীতার করহ অন্বেষণ॥
যাইতে দেখেন যারে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে॥
এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেণ চতুর্দ্দিকে।
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে॥
পক্ষীকে কহেন রাম করি অনুমান।
খাইলি সীতারে তুই, বধি তোর প্রাণ॥
সন্ধান পূরেন রাম তারে মারিবারে।
মুখে রক্ত উঠে, বীর বলে ধীরে ধীরে॥

সীতার লাগিয়া রাম আমার মরণ।
সীতাকে লইয়া লঙ্কা গেল সে রাবণ ॥
আমি বৃদ্ধ, যুদ্ধ করি রুদ্ধ করি তাঁয়।
রাখিয়াছিলাম রাম তোমার আশায় ॥
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন।
সম্মুখে দাঁড়াও রাম দেখি একক্ষণ ॥
আপনা নিন্দেন রাম জানি পরিচয়।
দুই ভাই রোদন করেন অতিশয় ॥
অনেক শক্তিতে পাখী তুলিলেক মাথা।
কহিতে লাগিল শ্রীরামেরে সর্ব্ব কথা ॥
সংহারিলে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
লক্ষ্মণ করেন সূর্পণখার অযশ ॥
এই কোপে দশানন হরিল সীতারে।
রাখিল লঙ্কায় ল'য়ে সমুদ্রের পারে ॥
বিশ্বশ্রবার পুত্র সে রাবণ বড় রাজা।
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা ॥
এত বলি পক্ষীর মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা শ্রীরামের আগে ॥
মৃত্যুকালে বন্দে পক্ষী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দিব্যরথে চাপি স্বর্গে করিল গমন ॥

—অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত—

# কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

—সুগ্রীবেরে দেন রাম আশ্বাস বচন—

## শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া সুগ্রীবাদি বানরগণের আলোচনা ও পরস্পর মিত্রতা

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে ভ্রমেণ দণ্ডকে।
সহায় করিতে যান বানর কটকে॥
দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত শিখরে।
দেখিয়া বানর পক্ষ শঙ্কিত অন্তরে॥
সুগ্রীব বলিল, দেখ আসে দুই নর।
মনে করি, বালি রাজা পাঠাইলা চর॥
হনুমান বলে, আগে জানি কেবা বীর।
তথ্য না জানিয়া কেন হইলে অস্থির॥
মুনিবেশ হনুমান দেখে দুই জন।
তপস্বীর বেশ ধরি করে সম্ভাষণ॥
হনুমান কহে, প্রভু যে দেখি আকার।
অবশ্য হইবে কোন রাজার কুমার॥
সুগ্রীব বানর রাজা লোকে খ্যাতিমান।
তাঁহার সচিব আমি, নাম হনুমান॥
এতেক কহেন যদি পবন-নন্দন।
নিজ পরিচয় দেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
আইলাম পিতৃসত্য পালিতে কানন।
শূন্য ঘরে সীতা পেয়ে হরিল রাবণ॥
কোন সিদ্ধপুরুষে কহিল উপদেশ।
সুগ্রীব হইতে তব খণ্ডিবেক ক্লেশ॥

হনুমান বলেন উভয় দরশনে।
পরস্পর তুষ্টি হবে উভয়ের মনে॥
শ্রীরাম বলেন, কপি করহ গমন।
সুগ্রীবের সহ মোর করাহ মিলন॥

শুনিয়া সুগ্রীব রাজা আপনা পাসরে।
ফল পুষ্প লয়ে গেল শ্রীরাম গোচরে॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল কপিরাজ।
হইয়াছি জ্ঞাত রাম, তোমার যে কাজ॥
পশু প্রতি যদি রাম হয় অনুগ্রহ।
মিত্র বলি রঘুবীর হস্তে হস্ত দেহ॥
বানরেরে হাত দিতে নহেন বিমর্ষ।
দিলেন দক্ষিণ হাত শ্রীরাম সহর্ষ॥
দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি জ্বলে।
অগ্নি সাক্ষী করি, দোঁহে মিত্র মিত্র বলে॥

সুগ্রীব কহেন, রাম কহি অবশেষ।
পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ॥
আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্ব্বতে।
দেখিলাম এক কন্যা রাবণের রথে॥
গলার উত্তরীয়, গায়ের আভরণ
রথ হৈতে পড়িল যেমন তারাগণ।
শ্রীরাম বলেন, মিত্র কর সে বিধান।
দেখাও সীতার চিহ্ন, রাখ মম প্রাণ॥

আভরণ আনেন সুগ্রীব এই স্থলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে॥
কহ কহ সুগ্রীব, আমার তুমি সখা।
পুনঃ কি পাইব আমি জানকীর দেখা॥
সুগ্রীব বিবিধ রূপে রামকে বুঝান।
কৃত্তিবাস রচে গীত অদ্ভুত নির্ম্মাণ॥

### সুগ্রীবের সীতা উদ্ধারের অঙ্গীকার ও শ্রীরামের বালি বধের প্রতিশ্রুতি

সুগ্রীব বলেন, মিত্র অগ্নি সাক্ষী রবি।
উদ্ধার করিব আমি তোমার সুন্দরী॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র নিজে জান ক্লেশ
অবশ্য করিবে তুমি সীতার উদ্দেশ॥
আমাতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন।
অকপটে সেই কার্য্য করিব সাধন॥
সুগ্রীব বলেন, বালি বিক্রমে প্রধান।
রাজ্য জায়া হরিয়া করিল অপমান॥
এ পর্ব্বতে থাকি রাম না দেখি উপায়।
অনুকূল হয়ে বিধি তোমারে মিলায়॥
আশ্বাস করেন সুগ্রীবেরে রঘুবর।
বালিকে মারিয়া তব ঘুচাইব ডর॥
উভয় ভ্রাতার কেন হইল বিবাদ।
বিশেষ শুনিতে চাহি, কা'র অপরাধ॥

সুগ্রীব বলেন আমি বিবাদ না জানি।
বিশেষ করিয়া কহি, শুন রঘুমণি ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বালি রাজা বিক্রম সাগর।
ধর্ম্মে কর্ম্মে সদা রত, সমরে তৎপর ॥
প্রীতিরূপে দোঁহে করিলাম রাজভোগ।
হেনকালে ঘটিলেক বিবাদ দুর্যোগ ॥
মায়াবী দুন্দুভি নামে দুই সহোদর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর দানব দুর্দ্ধর।
দুই ভাই মায়ায় মহিষরূপে ধরে।
মায়া করি রাত্রে আসে জিনিতে বালিরে।
যুঝিবারে যায় বালি সবার নিষেধে।
পশ্চাতে গেলাম আমি ভাই অনুরোধে ॥
চন্দ্র আলোকেতে মোরা যাই দেখাদেখি।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী ॥
বালি বলে, থাক ভাই সুড়ঙ্গের দ্বারে।
যাবৎ দানব মারি নাহি আসি ফিরে ॥
দৈত্য অন্বেষণে ভ্রমে সে এক বৎসর।
সাক্ষাৎ হইলে পরে বাধিল সমর ॥
সম্বৎসর না দেখিয়া হইল সংশয়।
সবে বলে, বালির যে মরণ নিশ্চয়।
অন্ত্যক্রিয়া করিলাম তাহার বিধানে।
আমারে করিল রাজা সব পাত্রগণে ॥

তারপব দৈত্য মাবি ঘরে এল নাগি।
মোবে বাজা দেখিয়া করিল গালাগালি॥
পায়ে পড়ি যত বলি, বালি নাহি শুনে।
ক্রোধে বলে, যা বে দুষ্ট যেখানে সেখানে॥
দেখিয়া বালির কোপ ভীত হয়ে মনে।
পলাইয়া আইলাম এই অপমানে॥
শ্রীরাম কহেন, মিত্র কহিলে সকল।
বালিকে মারিয়া কবি তোমাকে প্রবল॥
সুগ্রীব বলেন, বালি বিক্রম-সাগব।
বালিব বিক্রম কথা শুন বঘুবব॥
বালিকে মাবিতে যদি নাব এক বাণে।
তবে বালিরাজা মোরে বধিবে পবাণে॥
শ্রীরাম বলেন, কি বিলম্বে প্রয়োজন।
বালির সহিত ঝাট করাহ দর্শন॥
দেখিলে শত্রুকে মারি ঘুচাইব ডর।
সুখে রাজ্য করিবে তোমরা মিত্রবর॥
সুগ্রীবেরে দেন রাম আশ্বাস বচন।
সাত জন কিষ্কিন্ধ্যায় কবেন গমন॥

## বালি-বধ

বালি-দ্বারে সুগ্রীব ছাড়িল সিংহনাদ।
বাহির হইল বালি দেখিতে প্রমাদ॥

বীরদর্প করে বালি অতি ভয়ঙ্কর।
বিক্রমে আক্রম করে সুগ্রীব উপর॥
দেখেন শ্রীরাম বাণ করিয়া সন্ধান।
উভয়ের বেশ ভূষা বয়স সমান॥
চিনিতে নারেন রাম সুগ্রীব বানরে।
বালিকে মারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে॥
সুগ্রীবেরে মারে বালি বজ্রসম চড়।
সহিতে না পারিয়া উঠিয়া দিল রড়॥
চলিলেন শ্রীরাম প্রভৃতি সেই খানে।
আছে হেঁট মুণ্ডেতে সুগ্রীব অপমানে॥
মাথা তুলি সুগ্রীব রামেরে নাহি দেখে।
বহু অনুযোগ করে সবার সম্মুখে॥
মারিতে নারিবে, আগে না বলিলে কেনে।
বালি সঙ্গে তবে কেন প্রবেশিব রণে॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র না বল বিস্তর।
উভয়েরে দেখিলাম একই সোসর॥
বয়সে সাহসে বেশে একই সমান।
মিত্রবধ ভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ॥
চিহ্ন বিনা নাহি চিনা যায় সুগ্রীবেরে।
চিহ্ন দিতে শ্রীরাম কহেন লক্ষ্মণেরে॥
লক্ষ্মণ দিলেন পুষ্পমালা তার গলে।
করিলেন সাত বীর যাত্রা শুভকালে॥

সিংহনাদ ছাড়িল সুগ্রীব বালি-দ্বারে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়ে মহীপরে ॥
বাহির হইয়া বালি চতুর্দ্দিকে চায়।
একা সুগ্রীবেরে মাত্র দেখিবারে পায়।
বালি-সুগ্রীবের যুদ্ধে লাগে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি দুই জনে করে বেড়াবেড়ি॥
সুগ্রীবেরে অচেতন দেখিয়া সম্মুখে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ যুড়েন ধনুকে॥
দশদিক আলো করি সেই বাণ ছুটে।
বজ্রাঘাত সম বাণ বালির বক্ষে ফুটে॥
বুক ধরি বালিরাজা করে হাহাকার।
কোন্ জন করিল এ দারুণ প্রহার॥
বুকে পৃষ্ঠে ভার সে নড়িতে নারে পাশ।
এক বাণে পড়ে বালি, ঘন বহে শ্বাস॥
ভূমে পড়ি বালিরাজা করে ছট্‌ফট্।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট॥
রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহি বালি।
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি॥
রাজকুলে জন্মিয়াছ, নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
আমারে মারিলে রাম, এ কোন্ বিধান॥
কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে।
বিনা দোষে কপটে বধিয়া বালিরাজে॥

বানর হইতে কার্য্য করিবে উদ্ধার।
তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার॥
করিলাম কত শত বীরের সংহার।
আমার সম্মুখেতে রাবণ কোন্ ছার॥
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়।
সেবক হইয়া রাম সেবিত তোমায়॥
শ্রীরাম বলেন, বালি শুন হ'য়ে স্থির।
বানর জাতির মধ্যে তুমি বড় বীর॥
পৃথিবীতে যত রাজা আছে যুগে যুগে।
দয়া করি কোন্ রাজা ছাড়িয়াছে মৃগে॥
ঘাস খায়, বনে চরে, নাহি অপরাধ।
তবু মৃগ মারিতে রাজারা হয় ব্যাধ॥
মৎস্যগণ জলে থাকে তারা হিংসে কা'কে।
তারে বধ করে কেন বড় বড় লোকে॥
পশু পক্ষী সর্ব্ব স্থানে থাকে সর্ব্ব বনে।
ব্যাধগণ অবিরত কেন তারে হানে॥
ভক্ত হেন সুগ্রীবেরে করিব পালন।
তাহার যে শত্রু, তার বধিব জীবন॥
করিয়াছি মিত্রতা পাবক সাক্ষী করি।
কোথাও না রাখি আমি সুগ্রীবের অরি॥
ক্ষমা কর বীর, তব দৈবের লিখন।
আমার প্রসাদে যাও মহেন্দ্র-ভবন।

শ্রীরামে বিনয়ে কহে বালি যোড় হাত।
বিরূপ বচন ক্ষমা কর রঘুনাথ ॥
ক্ষমা কর, ধরি রাম তোমার চরণ।
সুগ্রীব অঙ্গদে তুমি করহ পালন ॥
রণে পড়ে বালিরাজ শ্রীরামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাকি তাহা তারাদেবী শুনে ॥
বস্ত্র না সম্বরে রাণী আলুয়িত কেশে।
অঙ্গদেরে ল'য়ে যায় বালির উদ্দেশে ॥
তারা বলে, রাম তব জন্ম রঘুকুলে।
আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে ॥
প্রভু শাপ না দিলেন সদয় হৃদয়।
আমি শাপ দিব তোমা, ফলিবে নিশ্চয়।
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে।
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে ॥
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ।
কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস ॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল বিহ্বল।
তাহার ক্রন্দনে হয় সুগ্রীব বিকল ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র না কর বিষাদ।
কার দোষ নাই, দৈব পাড়িল প্রমাদ ॥

## সুগ্রীবের রাজ্য-প্রাপ্তি

সকল বানর গেল রাম বিদ্যমান ॥
সুগ্রীবের ইঙ্গিতে বলেন হনুমান ॥
তোমার প্রসাদেতে সুগ্রীব, হৈল রাজা।
বাঞ্ছা করে সুগ্রীব, তোমারে করে পূজা ॥
সুগ্রীবেরে শ্রীরাম বলেন লও ভার।
রাজা হৈয়া তুমি রাজ্য কর অধিকার ॥
বালিকে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ।
এই হেতু অঙ্গদেরে কর যুবরাজ ॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে সে গেল অন্তঃপুর।
নানা বস্ত্র রত্ন দান করিল প্রচুর ॥
সুগ্রীবে করিতে রাজা এল রাজ্যখণ্ড।
সিংহাসন বাহির করিল ছত্র দণ্ড ॥
শুভক্ষণে সুগ্রীব বসিল সিংহাসনে।
চারিভিতে চামর ঢুলায় কপিগণে ॥

## সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের প্রতি তাড়না

সীতার লাগিয়া রাম সদা ক্ষুণ্ণ মন।
বরিষা বঞ্চিতে যান গিরি মাল্যবান ॥
কান্দেন সর্ব্বদা রাম করিয়া হুতাশ।
কান্দিতে কান্দিতে সে গেল শ্রাবণ মাস ॥

বরিষা হইল গত, শরৎ প্রবেশ।
তথাপি না হইল জানকীর উদ্দেশ॥
মম প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিয়ে।
মরিবেক সীতা বুঝি, দিন গেল ব'য়ে॥
সুগ্রীব লাগিয়া আমি মারিলাম বালি।
আমাকে না স্মরে কপি রাজ্যভোগে ভুলি॥
এইক্ষণে যাও ভাই কিষ্কিন্ধ্যা-নগর।
সমক্ষে বলিবে তারে উচিত উত্তর॥
লক্ষ্মণ বিদায় হন শ্রীরামের স্থান।
বাম হস্তে ধনুক, দক্ষিণ হস্তে বাণ॥
মহাকোপে চলিলেন ঘূর্ণিতলোচন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন॥
গেলেন লক্ষ্মণ বীর ভিতর আবাসে।
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বানর তরাসে॥
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা উঠিল সম্ভ্রমে।
ডাহিনে উঠিল তারা, উমা উঠে বামে॥
যোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিল স্তবন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন॥
কুপিত লক্ষ্মণ বীর না লন আসন।
সুগ্রীবেরে কহিলেন আরক্ত নয়ন॥
তুমি যে করিলে সত্য অগ্নি সাক্ষী করি।
উদ্ধারিতে নিজ কর্ম্ম করিলে চাতুরী॥

বালি বধে শুনিয়াছে ধনুক টঙ্কার।
সেই ধনু সেই বাণে করিব সংহার॥
লক্ষ্মণের মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল।
ত্রাসেতে সুগ্রীব রাজা চিন্তিত হইল॥

### সুগ্রীবের কটক সজ্জা।

বলিল সুগ্রীব রাজা করিয়া আহ্বান।
বানর কটক ঝাট আন হনুমান॥
হিমালয় সুমেরু মন্দর আদি করি।
বিন্ধ্যাচল রৈবত উদয় অস্ত গিরি॥
সর্ব্বত্র ঘোষণা দেহ আমার আজ্ঞায়।
যথা যে বানর থাকে, আইসে ত্বরায়॥
সুগ্রীবের কোপেতে বানর সব কাঁপে।
কটক আনিতে চলে অতুল প্রতাপে॥
যুড়িয়া আকাশ ভূমি কপি ঝাঁকে ঝাঁকে।
দশদিনে আইসে সকলে থাকে থাকে॥
আইল কটক সব কিষ্কিন্ধ্যা ভিতর।
অসংখ্য বানর সেনা অতি ভয়ঙ্কর॥
কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিল কপিগণে।
চলিল সুগ্রীব রাজা মিত্র সম্ভাষণে॥
করিলেন মঙ্গল জিজ্ঞাসা রঘুবর।
সুগ্রীব বিনয়ে তার করিছে উত্তর॥

সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপনার গুণে।
উপলক্ষ কেবল থাকিব তব সনে॥
যতেক বানর থাকে পৃথিবী মাঝে।
যতেক বসতি করে পর্ব্বত শিখরে॥
সে সকল আসিয়াছে আমার সম্বাদে।
কোটি কোটি বৃন্দ বৃন্দ অযুদে অর্ব্বুদে॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে চলন বিস্তার।
যেখানে থাকুক সীতা, করিব উদ্ধার॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাম কমল-লোচন।
সুগ্রীবেরে উঠিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
শ্রীরাম বলেন মিত্র সৈন্য নানা দেশে।
পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র সীতার উদ্দেশে॥
শ্রীরামের ঠাঁই রাজা ল'য়ে অনুমতি।
নানাদিকে পাঠাইল সৈন্য সেনাপতি॥
বানর-কটক সুগ্রীবের আজ্ঞা পায়।
সীতার উদ্দেশে তারা সর্ব্বদিকে যায়।
দক্ষিণে রাবণ বৈসে সুগ্রীব তা জানে।
বড় বড় বীর পাঁচে সেই ত দক্ষিণে॥
বালির কুমার পাঁচে মন্ত্রী জাম্বুবান।
পবন-নন্দন পাঁচে বীর হনুমান॥
এইরূপে দুই মিত্রে প্রত্যহ সম্ভাষ।
হইতে হইতে প্রায় পূর্ণ একমাস॥

পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব তিন দিক দেখে।
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে ॥
নানা গিরি চাহিনু, খুঁজিনু বহু দেশ।
কোন দেশে না পাইনু সীতার উদ্দেশ ॥
রঘুনাথ হইলেন শুনিয়া মূর্চ্ছিত।
তাঁহারে প্রবোধ দেয় সুগ্রীব সুহৃৎ ॥
দক্ষিণ দিকেতে প্রভু রাবণের ঘর।
সে দিকে গিয়াছে যত প্রধান বানর।
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনুমান।
অবশ্য সাধিবে কার্য্য, কিছু নহে আন ॥
স্থির হইলেন রাম রাজার আশ্বাসে।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥

—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত—

# সুন্দরাকাণ্ড

—চেড়ী সব ঘেরিয়াছে সুন্দরী জানকী—

তিন দিকে বিফল হইল অন্বেষণ।
দক্ষিণ দিকের এবে শুন বিবরণ॥
হনুমান চলিলেন এড়িয়া উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ-সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে, ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ॥
সাগরের কূলে তারা রহে সুখে রাতি।
প্রভাতে একত্র হৈল সকল সেনাপতি॥
যোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদের আগে।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা শুন বীরভাগে।
এই কর্ম্ম করিবারে যাহার শকতি।
দেখাইয়া বিক্রম সে রাখুক খেয়াতি॥
এত যদি বলিলেন কুমার অঙ্গদ।
নীরব হইয়া সবে গণিল আপদ॥
অঙ্গদ বলেন কেন করিছ বিষাদ।
কোন্ বীর লবে এস রাজার প্রসাদ॥
কোন্ বীর সুগ্রীবে করিবে সত্যে পার।
কোন্ বীর করিবে রামের উপকার॥
কটকেতে হনুমান কেহ নাহি দেখে।
জাম্বুবান কহিতেছে দেখিয়া তাহাকে॥

জাম্বুবান বলে, বাছা তুমি মহাবল।
রাম-কার্য্য কর বাছা কেন কর ছল॥
অঙ্গদ বলেন, ভাল মন্ত্রী জাম্বুবান।
কোন্ গুণ নাহি ধরে বীর হনুমান॥
জাম্বুবান বাক্যে আর অঙ্গদের বোলে।
কেহ হাত ধরে তার, কেহ করে কোলে॥
তদন্তর বায়ুপুত্র প্রসন্ন-হৃদয়।
উঠি দাঁড়াইল বলি রাম জয় জয়॥
যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন।
বন্দনীয় সর্ব্বজনে করিল বন্দন॥
তবে পুনঃ মারুতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয়া।
বৃদ্ধ কপি জাম্বুবানের চরণ বন্দিয়া॥
দাঁড়ায় দক্ষিণ মুখে তরিতে সাগর।
শ্রীরামচন্দ্রের পদে রাখিয়া অন্তর॥

হনুমানের লঙ্কা যাত্রা

মালঝাঁপ

সর্ব্ব গুণপাত্র বায়ুপুত্র সিন্ধু তরিবারে।
তবে করি লীলা বাড়াইলা আপন কায়ারে॥
তবে মহাবীর হয়ে স্থির উচ্চ কর্ণ করি।
করি মহাদম্ভ দিলা লম্ফ শ্রীরাম ফুকারি॥
সেই মহারব লোক সব ক্ষণে আচ্ছাদিল।
যেন কল্পকালে কুতূহলে জলদ গর্জ্জিল॥

তবে বিনা লক্ষ্যে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিল।
করি নিরীক্ষণ সব জন স্তম্ভিত হইল॥

## হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ

এইরূপে গেল বীর লঙ্কার ভিতর।
কত স্থানে কত দেখে বর্ণিতে বিস্তর॥
কাঞ্চন রজত মণি স্ফটিকে নির্ম্মাণ।
পুর-শোভা দেখিয়া বিস্মিত হনুমান॥
কোকিলের কুহুরব ভ্রমর ঝঙ্কার।
নানা পক্ষী কলরব লাগে চমৎকার॥
সোনার প্রাচীর মধ্যে বাহিরে লোহার।
গগন-মণ্ডলে চূড়া লাগিছে তাহার॥
এইরূপে হনুমান ভ্রমে চতুর্ভিতে।
মনে মনে কত চিন্তা লাগিল করিতে॥
রামের প্রেয়সী সীতা কভু নাহি দেখি।
কেমনে চিনিব আমি সীতা চন্দ্রমুখী॥
সর্ব্বক্ষণ চক্ষে অশ্রু মলিন-বসনা।
সেই সে রামের সীতা হয় বিবেচনা।
অস্ত গেল ভানুমান বেলা অবসান।
মধ্য গড়ে প্রবেশ করিল হনুমান।
একে একে সকলে করিল নিরীক্ষণ।
সীতার লক্ষণ নাহি দেখে একজন॥

ভাবিতে ভাবিতে বীর করে নিরীক্ষণ।
নানাবর্ণ-পুষ্পযুক্ত অশোক-কানন॥
শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর।
লাফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর॥
নানাবর্ণ-বৃক্ষ দেখে নানাবর্ণ লতা।
মনে চিন্তে হনুমান হেথা পাব সীতা॥
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি।
চেড়ী সব ঘেরিয়াছে সুন্দরী জানকী॥
গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিন দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখে ক্ষীণকলা॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
চিনিলেন জানকীরে পবন-নন্দন॥
দেখিয়া সীতার দুঃখ কান্দে হনুমান।
অনুমানে যা ছিল তা দেখি বিদ্যমান॥
হনুমান মহাবীর আছে বৃক্ষডালে॥
রোদন করেন সীতা সেই বৃক্ষতলে॥
হনুমান দেখে, সব চেড়ী ঘরে গেল।
সীতা সম্ভাষিতে মোরে এই বেলা হৈল॥
সাত পাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি।
আপনা আপনি কহে শ্রীরাম-কাহিনী॥
হনুমানে দেখি সীতা ভাবে মনে মন।
কপিরূপে সম্ভাষে সে পাপিষ্ঠ রাবণ।

স্বরূপেতে হও যদি শ্রীরামের চর।
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর॥
বানর, কি নাম ধর থাক কোন্ দেশে।
কি হেতু আইলে হেথা কাহার আদেশে॥
হনুমান বলে, রাম গুণের সাগর।
আকৃতি প্রকৃতি কিবা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
রামের সেবক আমি নাম হনুমান।
বিশেষ করিয়া কহি কর অবধান॥
আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয়।
রামের অঙ্গুরী দেখ হইবে নিশ্চয়॥
অঙ্গুরী দেখায় তারে পবন-নন্দন।
অনিমেষে জানকী করেন নিরীক্ষণ॥
বুকে বুলাইয়া সীতা শিরে ধরি বন্দে।
রামের অঙ্গুরী পেয়ে সীতাদেবী কান্দে॥

### সীতাদেবীর হনুমানকে অমৃত ফল দান ও হনুমান কর্তৃক মধুবন ভঙ্গ

বিভীষণ ধার্ম্মিক রাবণ সহোদর।
মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর॥
বিভীষণ-কন্যা সে সনন্দা নাম ধরে।
তার মাকে পাঠাইল আমার গোচরে॥

তার ঠাঁই শুনিলাম এই সারোদ্ধার।
বিনা যুদ্ধে বাছা মোর নাহিক উদ্ধার ॥
ঋষিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
এই যে আছিল মোর লিখন কপালে ॥
রাম হেন স্বামী যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান ॥

হনুমান বলে, শুন জগৎ-নন্দিনী।
না কর রোদন মাতা সম্বর আপনি ॥
নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ত্বরিতে।
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে ॥
মাথা হৈতে খসাইয়া সীতা দেন মণি।
মণি দিয়া তার ঠাঁই কহেন কাহিনী ॥
অনন্তর মস্তকে বান্ধিয়া শিরোমণি।
দেশেতে চলিল বীর করিয়া মেলানি ॥
সীতা বলিলেন, বাছা হইল স্মরণ।
অমৃতের ফল কিছু করহ ভক্ষণ ॥
হাত পাতি লয় বীর পরম কৌতুকে।
অমনি ফেলিয়া দিল আপনার মুখে ॥
হনুমান বলে ওগো জননী জানকী।
অমৃত সমান ফল আরো আছে নাকি ॥
মনে চিন্তা না করিহ শুনহ বচন।
দেখাইয়া দেহ মাতা অমৃতের বন ॥

দেখান অঙ্গুলি দ্বারা সীতা সেই বন।
নিঃশব্দে চলিল বীর পবন-নন্দন ॥
বৃক্ষমূলে নিদ্রা যায় সে রাক্ষসগণ।
ফল সব খায় বীব পবন-নন্দন ॥
ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ মড়মড়ি।
আতঙ্কে বাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি ॥
জাঠাস্ত্র ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গার।
নানা অস্ত্র মারে তারা হনুব উপর ॥
কুপিলেন হনুমান পবন-নন্দন।
সবার উপরে করে গাছ বরিষণ ॥
ভাঙ্গিল অশোক বন বড় বড় ঘর।
ত্রাসে বার্ত্তা কহে গিয়া রাবণ গোচর ॥
কুপিল রাবণ রাজা চেড়ীদের বোলে
ঘৃত দিলে অগ্নিতে যেমন আরো জ্বলে ॥
তবে ত রাবণ রাজা লাগিল ভাবিতে।
যুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে ॥
নানা অস্ত্র ইন্দ্রজিৎ করে বরিষণ।
সব অস্ত্র লুফে ধরে পবন-নন্দন ॥
রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি।
এড়িলেক পাশ-অস্ত্র, হনু হয় বন্দী ॥
পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে নাহি লয় মনে।
রাবণের সঙ্গে দেখা করিব কেমনে ॥

এতেক ভাবিয়া বীর পাশ নাহি ছিণ্ডে।
রাক্ষসে টানিয়া বান্ধে হাতে গলে মুণ্ডে ॥
আপন ইচ্ছায় গেল পবন-নন্দন।
পাত্র মিত্র সহ যথা বসেছে রাবণ ॥
দশানন বলিছে তোমার নাহি ডর।
সত্য করি কহ রে কাহার তুমি চর ॥
হনুমান বলে আমি শ্রীরামের দূত।
ভাঙ্গিলাম তোমার কানন সে অদ্ভুত ॥
যে বালি রাজার স্থানে তব পরাজয়।
হেন বালি মারিলেন রাম মহাশয় ॥
রাম সুগ্রীবের যুক্তি তাহা আমি জানি।
কুম্ভকর্ণ আর তোরে বধিবেন তিনি ॥
এতেক বলিল যদি পবন-নন্দন।
বানরে কাটিতে আজ্ঞা করে দশানন ॥
কাট কাট বলি ঘন ডাকিছে রাবণ।
মাথা নোয়াইয়া বলে ভাই বিভীষণ ॥
দূতকে কাটিলে রাজা বড় অনাচার।
আজি হৈতে ঘুচিবে দূতের ব্যবহার ॥
এই যুক্তি-বলে হনু পাইল জীবন।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিছে রাবণ ॥
লেজে অগ্নি দিল দেখি হনুমান হাসে।
আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্ব্বনাশে ॥

জানকীর বরে অগ্নি নাহি লাগে গায়।
লেজে অগ্নি দিতে বীর চারিদিকে চায়॥
উনপঞ্চাশৎ বায়ু হন অধিষ্ঠান।
ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনুমান॥
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে।
কে করে নির্ব্বাণ তার কেবা কারে বলে॥
সব লঙ্কা পোড়াইয়া করে ছারখার।
লঙ্কার সকল প্রাণী করে হাহাকার॥

### হনুমানের নিকট সীতার বার্ত্তা শ্রবণ

সীতার মস্তকমণি রামের সন্দেশ।
মেলানি পাইয়া হনু চলিলেন দেশ॥
পবন গমনে বীর আইসে সত্বর।
হনুমানে দেখিবারে আইল বানর॥
দূরে দেখিলেন রাম পবন-নন্দনে।
বসিয়া ছিলেন উঠিলেন তৎক্ষণে॥
শ্রীরাম-চরণে বীর করি প্রণিপাত।
নিবেদন করে বীর জোড় করি হাত॥
দুই প্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে।
অশোক বনের মধ্যে দেখিনু সীতারে॥
তোমার অঙ্গুরী তাঁরে করাই দর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করেন রোদন॥

দেখিনু শুনিনু যত কহি সে কাহিনী।
লও রঘুমণি তাঁর মস্তকের মণি ॥
রামহস্তে মণি দিল পবন-নন্দন।
মণি দেখি রঘুমণি করেন ক্রন্দন ॥

### রাবণ কর্তৃক বিভীষণের অপমান

পবন-পুত্রের কথা শুনি হরষিত।
শুভযাত্রা করিলেন শ্রীরাম ত্বরিত ॥
চলিল বানর ঠাট নাহি দিশ-পাশ।
কটক জুড়িয়া যায় মেদিনী আকাশ ॥
কিলি কিলি শব্দ করি কপিগণ চলে।
উত্তরিল গিয়া সবে সাগরের কূলে ॥
নিকষা নামেতে বুড়ী রাবণের মা।
বিপদ শুনিয়া তার ত্রাসে কাঁপে গা ॥
মাতৃবাক্যে বিভীষণ চলিল সত্বর।
পাত্র মিত্র সহ যথা আছে লঙ্কেশ্বর ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিভীষণ।
সভাস্থ সকলে স্তব্ধ করিছে শ্রবণ ॥
অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ।
রামের প্রতাপে ভাই ঘটিবে আপদ ॥
রাবণ ভ্রাতার বাক্য না শুনিল কাণে।
মন্ত্রণা করিতে দুষ্ট মন্ত্রিগণে আনে ॥

হাতে ধরি বিভীষণ বলে জনে জনে।
স্থির হও স্থির হও শুন বীরগণে॥
এ সবার বাক্যে ভাই না করিহ ভব।
হিতবাক্য বলি শুন ভাই লঙ্কেশ্বর॥
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয়।
সীতারে রাখিলে ভাই জীবন সংশয়॥
এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে।
কুপিল রাবণ রাজা, অগ্নি হেন জ্বলে॥
মানুষ বেটার ভয়ে কাঁপে বিভীষণ।
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন॥
এত যদি ক্রোধ করি বলিল রাবণ।
আরবার বলিতেছে সাধু বিভীষণ॥
দুষ্টের মিশালে হয় শিষ্টের বন্ধন।
সেইমত তব পাপে মজে পুরজন॥
যেই মাত্র এই কথা কহে বিভীষণ।
মহাকোপে উন্মত্ত হইল দশানন॥
তবে সেই দশানন মহাবেগে চলে।
পদাঘাত কৈল বিভীষণ-বক্ষঃস্থলে॥
বিভীষণ ক্ষণকাল করি বিবেচন।
পুনর্ব্বার রাবণে কহেন এ বচন॥
রাজ্যরক্ষা হেতু বলিলাম এ বচন।
তেকারণে হইলাম লাথির ভাজন॥

এ লাগি তোমারে আমি করিনু বর্জ্জন।
মৃত্যুকালে মম বাক্য করিহ স্মরণ।

### শ্রীরামের সহিত বিভীষণের মিত্রতা

তবে ত রামের পাশে যায় বিভীষণ।
সাগরকূলেতে থাকি দেখে কপিগণ॥
অন্তরীক্ষে থাকি বলে আমি বিভীষণ।
রামের চরণে আমি লইব শরণ॥
সুগ্রীব বলেন রামে, এ নহে উচিত।
ছল করি যদি আর করে বিপরীত॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুগ্রীব ভূপতি।
অন্য মত না ভাবিহ বিভীষণ প্রতি॥
কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ।
পরলোক নষ্ট যদি না করে পালন॥
রামের আজ্ঞায় কপি গেল অন্তরীক্ষে।
বিভীষণে আনিবারে রামের সমক্ষে॥
বিভীষণ সুগ্রীব চলিল রাম স্থানে।
বিভীষণ পড়ে গিয়া শ্রীরাম-চরণে॥
রাবণের ভাই আমি নাম বিভীষণ।
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ॥
শ্রীরামের বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
বিভীষণ-রাজা হৈল জগতে ঘোষণ॥

সুগ্রীব বলেন সিন্ধু তরিতে উপায়।
বিভীষণ প্রতি জিজ্ঞাসিলে সে উপায় ॥
বিভীষণ কহেন পূর্ব্বে সগব মহীপতি
সাগব খাড়িল [illegible] তাহাব সন্ততি ॥
তব পূর্ব্বপুরুষেরা সাগব প্রকাশে।
সাগব তরিবেন দেখ থাক উপবাসে ॥
পরে আসি যোড়হস্তে বলেন সাগব।
মোর জল মিশিয়াছে পাতাল ভিতব ॥
তোমাব কটকে আছে নল বীবরব।
নলেব পবশে জলে ভাসযে পাথব ॥
গাছ পাথব যোডা লাগে পবশে তাহাব।
জাঙ্গাল বান্ধিযা বাম হঁযে যাও পাব ॥
শ্রীবাম বলেন, নল হও বলবান।
এত দুঃখ পাই আমি তোমা বিদ্যমান ॥
শ্রীবামে প্রণাম কবি নলবীব চলে।
সাগব বান্ধিতে বীব বৈসে গিযা জলে ॥
বসিলেন নলবীব জাঙ্গাল উপবে।
পর্ব্বত আনিযা দেয সকল বানবে ॥
কাষ্ঠবিডাল সব আইল তথাকাবে।
লাফ দিযা পড়ে গিযা সাগবেব নীবে ॥
অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে।
ফাঁক যত ছিল তাহা মাবিল বিড়ালে ॥

সদয় হৃদয় বড় প্রভু রঘুনাথ।
কাষ্ঠবিড়ালের পৃষ্ঠে বুলাইল হাত॥
আনন্দে করয়ে নল সাগর বন্ধন।
এক মাসে বান্ধা গেল শতেক যোজন॥
উত্তরের জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিণ কূলে।
যোড় হস্ত করি নল রঘুনাথে বলে॥
দূরে ছিল সীতাদেবী, দূরে ছিল রাম।
দুই জনে আসিয়া হইল এক স্থান॥
পোহাইতে আছে মাত্র রাত্রি প্রহর দেড়।
রামের কটকে লঙ্কাপুরী কৈল বেড়॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বচন।
সুন্দরাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

**—সুন্দরাকাণ্ড সমাপ্ত—**

# লঙ্কাকাণ্ড

—লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর—

## রাবণ কর্ত্তৃক সৈন্যাদি দর্শন

বান্ধা গেল সাগর কটক হইল পার।
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার॥
ফাঁফর হইল রাজা গণি মনে মনে।
দুই চর শুক আর সারণেরে ভণে॥
বল বুদ্ধি জ্ঞান সব রামের মন্ত্রণা।
প্রথমে জানিহ সব প্রধান যে জনা॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজ-প্রদক্ষিণ করি যায় মনোরথে॥
কপিরূপে সান্ধাইল বানর ভিতর।
লেখাজোখা নাই যত দেখিল বানর॥
রাবণেরে ভেটে চর নাহি নাড়ে পাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে বহে উষ্ণশ্বাস॥
গণিয়া বলিতে পারি বরিষার ধারা।
দৃষ্টে সংখ্যা হয় যদি আকাশের তারা॥
নির্ণয় করিতে পারি সাগরের পানি।
তথাপি বানর সৈন্য নিশ্চয় না জানি॥
অতিউচ্চ লঙ্কার প্রাচীর স্বর্ণময়।
চর সহ উঠিল রাবণ দুরাশয়॥
চতুর্দিকে জল স্থল ব্যাপিত বানর।
দেখিয়া রাবণ রাজা সভয় অন্তর॥

পাইয়া সুগ্রীব শ্রীরামের অনুমতি।
চারি দ্বারে রাখিল বানর সেনাপতি ॥
অঙ্গদ বাছিয়া লয় যত সাঁরাৎসার।
ভাল মতে রাখে গিয়া দক্ষিণের দ্বার ॥
সুগ্রীব বলেন, শুন বীর হনুমান।
পশ্চিমের দ্বার রক্ষা কর সাবধান ॥
সুগ্রীব বচনে সে কুমুদ সেনাপতি।
পূর্ব্বদ্বারে চলে লয়ে বানর সংহতি ॥
বহু কোটী সেনাপতি পাত্র মিত্র লয়ে।
রহিল সুগ্রীব রাজা উত্তর চাপিয়ে ॥
ঔষধ আনিতে রহে বীর হনুমান।
মন্ত্রণা কর্ম্মেতে থাকে মন্ত্রী জাম্বুবান॥
প্রহরী হইয়া থাকে দ্বারে বিভীষণ।
চারি দ্বারে সুগ্রীব বেড়ায় ঘনে ঘন ॥
যেই দ্বারে সুগ্রীব দেখেন হীনবল।
দুনা করি দেন সৈন্য সমরে অটল ॥

### অঙ্গদের রায়বার

পঞ্চদিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ।
পরস্পর কেহ কারে নাহি করে দ্বেষ ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন হে অঙ্গদ বলি।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়ে এস গালি ॥

লঙ্কাপুরী গেল বীর ত্বরিত-গমন।
পাত্র মিত্র লয়ে সেথা বসেছে রাবণ॥
প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গতি।
পূর্ব্বাচল হৈতে যেন এল দিনপতি॥
বসেছে বাবণ রাজা উচ্চ সিংহাসনে।
তাহা দেখি অঙ্গদের বড় দুঃখ মনে॥
কুণ্ডলী করিয়া লেজ বসিল সভাতে।
পুরন্দর বার যেন দিল ঐরাবতে॥
রাবণ বলে, শুন ওরে বানর তোরে বলি।
কোথা হ'তে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি॥
অঙ্গদ বলে, তোর ভয়েতে থরথরায়ে কাঁপি।
আমি কে জানিস নাই, শোন্ পরিচয় দি॥
বালি আর সুগ্রীব দুই বীর অবতার।
যারে জিনিতে কিষ্কিন্ধ্যায় গিছিলি একবার॥
সেই বালির সুত আমি সুগ্রীবের চর।
অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামেব কিঙ্কর॥
এই তোর লঙ্কাপুরী রাম বেড়িল এসে।
বের না রাবণা, কেন কোণে রৈলি বসে॥
দশানন বলে রেগে, কহিস কিরে দূত।
পলা রে বানর বেটা ধরতো মোর পুত॥
অঙ্গদ বীর বড় স্থির দর্প করে কয়।
আর কে ধরিবে, আপনি আইস স্বয়ং নয়॥

অন্য কে, আমার পিতা বান্ধিলেন লেজে।
পরিচয় দেহ, কিবা আছে এর মাঝে॥
ক্রোধাকুল চারিদিকে চায় দশানন।
অঙ্গদের হাতে পায়ে ধরে চারি জন॥
অঙ্গদ সে চারিজনে ধরিল সাপুটে।
এক লাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে॥
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির কোঙর।
কোন্ দ্রব্য লয়ে যাব শ্রীরাম-গোচর॥
রতন মুকুট আছে রাবণের শিরে।
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবণ উপরে॥
রাবণেরে আছাড়িল বালির নন্দন।
মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন॥
মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্য বদন।
তুষ্ট হয়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন॥
শ্রীরাম বলেন, হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার পিতাকে মারি পাইলাম লাজ॥
সে সকল দুঃখ কিছু না করিহ মনে।
তোমাকে বাড়াব আমি অশেষ সম্মানে॥

### ইন্দ্রজিতের প্রথম যুদ্ধ

অঙ্গদের ভর্ৎসনে ক্রোধিত দশমুখ।
অসম্মান লজ্জায় হইল অধোমুখ॥
বহু কোটী সেনাপতি তাহার প্রধান।
যুঝিবারে সবাকারে করেন আহ্বান॥
সাজিল সে মেঘনাদ বাপের আরতি।
লেখা জোখা নাহি যত সাজে সেনাপতি॥
পূর্ব্বদ্বারে সমর করিয়া যথোচিত।
চলিল দক্ষিণ দ্বারে বীর ইন্দ্রজিৎ॥
অঙ্গদ বিক্রমে ইন্দ্রজিৎ কাঁপে ত্রাসে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশে॥
খাঁড়া ধরে কখন, কখন ধনুর্ব্বাণ।
বানর কটক কেটে কৈল খান খান॥
যুঝেন লক্ষ্মণ বীর সুমিত্রা-নন্দন।
অবসাদ নাহি বীরের প্রথম যৌবন॥
রক্তে নদী বহে বাটে, রক্তে উঠে ফেণা।
লক্ষ্মণের বাণে পড়ে রাক্ষসের থানা॥
মেঘ-আড়ে করে বীর বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
ব্রহ্মা-অস্ত্র নাগপাশ দুর্জ্জয় প্রতাপ।
এক বাণে হইল চৌরাশী হাজার সাপ॥

বায়ুবেগে যায় বাণ মেঘের গর্জ্জনে।
হাত পায় বান্ধে গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
হাত পা নাড়িতে নারে গলায় লাগে ফাঁস।
যমের দোসর হৈল বন্ধন নাগ-পাশ॥
রণ জিনি ইন্দ্রজিৎ ছাড়ে সিংহনাদ।
পিতৃ-স্থানে যায় বীর লইতে প্রসাদ॥
নাগপাশে বন্দী আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শিরে হাত দিয়া কান্দে যত বানরগণ॥
নাগপাশে কাতর হইল রঘুবীর।
গরুড়ে স্মরেন রাম হইয়া অস্থির॥
দূর হ'তে গরুড়ের লাগিল নিশ্বাস।
রাম লক্ষ্মণের খসে পড়ে নাগপাশ॥
নাগপাশে মুক্ত হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ॥
বানরের শব্দ নিশি তৃতীয় প্রহর।
শয্যা হৈতে উঠে বৈসে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
প্রাচীরে উঠিয়া রাবণ চাহে চারিভিতে।
দাণ্ডায়েছে রাম লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
মারিলে না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
অনুমানে বুঝিনু মজিল লঙ্কাপুরী॥

### ধূম্রাক্ষ, অকম্পন প্রভৃতির যুদ্ধ

দৈবের নির্ব্বন্ধ রাবণ দেখিছে বিপাক।
ধূম্রাক্ষ বলিয়া রাবণ ঘন পাড়ে ডাক ॥
রাবণ বলে, তুমি হে প্রধান সেনাপতি।
আজিকাব যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি ॥
দুইদলে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর কবে বরিষণ ॥
কুপিল ধূম্রাক্ষ বীর জ্বলন্ত আগুনি।
মুষল লইয়া এক কপিগণে হানি ॥
হনুমান দেখিল বানরগণ ভাগে।
দাণ্ডাইল হনুমান ধূম্রাক্ষের আগে ॥
হনুমান মহাবীর সংগ্রামের শূর।
লাথি মারি ধূম্রাক্ষের কায় করে চূব ॥
পড়িল ধূম্রাক্ষ বীর সমরে দুর্জ্জয়।
সকল বানর ডাকি করে জয় জয় ॥
ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা পাইয়া রাবণ।
অকম্পন বলে ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন ॥
মধুর বচনে রাজা অকম্পনে তোষে।
যুঝিতে চলিল বীর রাজার আদেশে ॥
বাহুবলে এড়ে গাছ বীর হনুমান।
অকম্পনের বাণে গাছ হৈল দুই খান ॥

চুলেতে ধরিয়া তারে মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গি গেল, চূর্ণ হৈল হাড়॥
অকম্পন পড়ে রণে রাবণ চিন্তিত।
প্রহস্ত মামাকে তবে ডাকিল ত্বরিত॥
রাবণের কথা কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
সসৈন্যে প্রহস্ত যায় যুদ্ধ করিবারে॥
প্রহস্তের সৈন্যে দশদিক অন্ধকার।
মার মার করিয়া চলিল পূর্ব্বদ্বার॥
তিন শত বাণ বীর যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে নীল বীরের বুকে॥
দশ যোজন আনে বীর পর্ব্বতের চূড়া।
প্রহস্তের শিরে মেরে মাথা কৈল গুঁড়া॥
প্রহস্ত পড়িল রণে, লাগে চমৎকার।
ভগ্নদূত রাবণে জানায় সমাচার॥

### রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধে গমন

রাবণ বলে, যে যে বীর ধনু ধরিতে জানে।
ছোট বড় রাক্ষস চলুক মোর সনে।
সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি॥
রাক্ষসের সিংহনাদ ধনুক টঙ্কার।
পশ্চিম দ্বারেতে যায় করে মার মার॥

বিভীষণ বলে, রণে এল দশানন।
জ্যেষ্ঠ ভাই, আমার বিজয়ী ত্রিভুবন॥
কুপিয়া সুগ্রীব সে পর্ব্বতে দিল টান।
একটানে উপাড়ে পর্ব্বত একখান॥
কোপেতে রাবণ এড়ে দশ গোটা বাণ।
বাণে কাটি পৰ্ব্বত করিল খান খান॥
তিন শত বাণ রাবণ যুড়িল ধনুকে।
গর্জ্জিয়া মারিল বাণ সুগ্রীবের বুকে॥
বাণ খেয়ে সুগ্রীব সঘনে ঘুরে বুলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্ব পুণ্যফলে॥
রাঘবের পদধূলি হনু লয় মাথে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রাবণের রথে॥
আপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান।
রাবণে চাপড় মারে বজ্রের সমান॥
আপনা পাসরে কোপে রাজা ত রাবণ।
হনুরে চাপড় মারে করিয়া গর্জ্জন॥
ভূমে পড়ি হনুমান ঘুরে ঘুরে বুলে।
হনুমানে ছাড়ি বিন্ধে সেনাপতি নীলে॥
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে চোখ চোখ শর।
নীলেরে বিন্ধিয়া বীর করিল জর্জ্জর॥
কুপিল সে নীল বীর বুদ্ধির সাগর।
লাথি মারে রাবণের মুকুট উপর॥

দেখিয়া ত বানবেবা দিল টিটকাবী।
কুপিল বাবণ বাজা লঙ্কা-অধিকারী ॥
ধনুকে যুডিয়া বাণ আছে ত'সন্ধানে।
দেখিতে না পায নীলে মাবিবে কেমনে ॥
একবাব মাযা কবি উঠে মুকুটেতে।
আববাব লাফ দিযা পডে গিযা বথে ॥
মুকুট হ'তে বথে যেতে দেখিলেক ছাযা।
সন্ধান পূবিয়া নীলেব ভাঙ্গি দিল মাযা ॥
নীল বীব হনুমান হইল বিমুখ।
লক্ষ্মণ আইল বণে পাতিযা ধনুক ॥
লক্ষ্মণ বাবণ দোঁহে বাণ ববিষণ।
দু'জনাব বাণে ঢাকে ববিব কিবণ ॥
দুইজনে বাণ বর্ষে, নাহি লেখাজোখা।
প্রাণপণে মাবে বাণ যাব যত শিক্ষা ॥
মন্ত্র পডিযে বাবণ শেলপাট এডে।
যমেব দোসর শেল বাণেতে উখাড়ে ॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীব শেলেব আঘাতে।
পুনবায় শেল যায় বাবণেব হাতে ॥
রাবণ বসিয়া আছে আপনাব রথে।
সংগ্রামেতে যান রাম ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥
রঘুনাথ বাণ এড়ে জ্বলন্ত আগুনি।
সব বাণ কাটে রাবণ পরম সন্ধানী ॥

শ্রীরাম ঐষিক বাণ যুড়েন ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে রাবণের বুকে ॥
বাণ খেয়ে দশানন হৈল অচেতন।
ক্ষণেকে সম্বিত পায় রাজা ত রাবণ ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ রাম করেন সন্ধানে।
কাটা গেল মুকুট, পলায় দশাননে ॥

অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও মৃত্যু

ভঙ্গ দিয়া গেল রাবণ পেয়ে অপমান।
পাত্র মিত্র লয়ে বৈসে করিয়া দেওয়ান ॥
বলিল করেছি তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিলা বর ॥
সবারে জিনিব রণে, মাগিলাম বর।
সবে মাত্র বাকী ছিল নর আর বানর ॥
সর্ব্বাঙ্গ পুড়িছে মোর মনুষ্যের বাণে।
রাজা হ'য়ে হারিলাম জিনে কোন্ জনে ॥
কুম্ভকর্ণে জাগাইতে করহ যতন।
প্রাণসত্ত্বে মোর যেন হয় সচেতন ॥
কিরূপেতে কুম্ভকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ।
শত শত নিশাচর করে কত রঙ্গ ॥
বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাঁখ।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক ॥

মহোদর বলে, এক যুক্তি অনুমানি।
মদিরা মাংসের দেহ খসায়ে ঢাকনি॥
জাগাইতে না পারিব এ সব প্রবন্ধে।
আপনি জাগিবে বীর মদ্য-মাংস-গন্ধে॥
ঘূর্ণিত লোচনে বীর উঠে বৈসে খাটে।
নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে তবে কুম্ভকর্ণ উঠে॥
শয্যায় বসিয়া বীর নিশাচরে বলে।
কি লাগিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিলি অকালে॥
বিরূপাক্ষ রাক্ষস সে ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
ইতিহাস কহে কুম্ভকর্ণ-বিদ্যমান॥
প্রমাদ করিছে নর বানর আসিয়ে।
রাজা প্রজা রয়েছে তোমার মুখ চেয়ে॥
যাত্রা করি চলিলেন কুম্ভকর্ণ বীর।
মেঘ হৈতে সূর্য্য যেন হইল বাহির॥
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া রাবণ কুতূহলী।
সিংহাসন হৈতে উঠে করে কোলাকুলি॥
কুম্ভকর্ণ বলে, তব কারে এত ডর।
আজ্ঞা কর, কাহারে পাঠাব যমঘর॥
রাবণ বলে, নিদ্রা যাও হ'য়ে অচেতন।
কিরূপেতে জানিবে এতেক বিবরণ॥
বড়ই দুষ্কর নর বানরের রণ।
বিপদে পড়িয়া তোমা করেছি চেতন॥

কুম্ভকর্ণ বলে, শুন ভাই দশানন।
শুনালে আশ্চর্য্য কথা এ আর কেমন ॥
রাম লক্ষ্মণ যদি সে সামান্য হইত নর।
জলের উপরে কেন ভাসিবে পাথর ॥
রাবণ বলে, রাম যদি দেব নারায়ণ।
সন্ন্যাসীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ ॥
বীর নাহি লঙ্কাতে ভাণ্ডারে নাহি ধন।
এতেক প্রমাদ তব নিদ্রার কারণ ॥
ছিল ভাই বিভীষণ ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
আমা সনে দ্বন্দ্ব করি গেল রাম-স্থান ॥
বুঝিয়া করহ ভাই যে হয় বিধান।
তুমি বিনা লঙ্কার নাহিক পরিত্রাণ ॥
সংগ্রামের সাজে রাজা সাজায় আপনি।
মতির পাগড়ি পরে থরে থরে মণি ॥
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলে একেশ্বর।
গগনে মস্তক যেন নবজলধর ॥
আকাশের চন্দ্র খসে বায়ু মন্দগতি।
মেঘে রক্ত বরিষয় কাঁপে বসুমতী ॥
ভয়ে শুকাইল মুখ কাঁপিল অন্তর।
গাছ পাথর ফেলাইয়া পলায় বানর ॥
অঙ্গদ বলে, বানরগণ ভঙ্গ কি কারণ।
এক চড়ে রাক্ষসের বধিব জীবন ॥

জীবন মরণ নাহি আপনার বশে।
যুদ্ধ ক'রে মরিলে ভুবন ভরে যশে ॥
এত শুনি থরে থরে ফিরে কপিগণ।
কটক ফিরায়ে আনে বালির নন্দন ॥
লাফ দিয়া কপি সবে উঠিল আকাশে।
আকাশে উঠিয়া গাছ পাথর বরিষে ॥
কুপিল সে কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর।
দুই হাতে ধরে ধরে গিলিছে বানর ॥
রামে দেখি কুম্ভকর্ণ হ'য়ে ক্রোধমতি।
রামেরে গিলিতে যায় অতি শীঘ্রগতি ॥
রামের ঐষিক বাণ তারা যেন ছুটে।
কণ্টক সমান হেন কুম্ভকর্ণে ফুটে ॥
লোহার মুষল বীর ঘন ঘন নাড়ে।
শ্রীরামের যত বাণ তাহে ঠেকে পড়ে ॥
বিনা অস্ত্রে যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
কারে চড় কীল মারে, কারে মারে লাথি ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়িলেন পূরিয়া সন্ধান।
কুম্ভকর্ণের কাটিলেন ডান হাতখান ॥
বাম হাতে শালগাছ উপাড়িয়া আনে।
হাতে গাছ করি গেল রামের সদনে ॥
ঐষিক বাণেতে রাম পূরিয়া সন্ধান।
এক বাণে কাটিলেন বাম হাত খান ॥

ইন্দ্র-অস্ত্র রঘুনাথ করিলা সন্ধান।
এক বাণে কাটিলেন পদ দুইখান॥
হস্ত গেল পদ গেল তবু নাহি ডরে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামে গিলিবারে॥
এতেক দুর্গতি হৈল তবু নাহি মরে।
আররার ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিলেন তারে॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণে আর নাহিক অন্যথা।
সেই বাণে কুম্ভকর্ণের কাটিলেন মাথা॥
তবে ভগ্নদূত গিয়া দশানন পাশে।
নিবেদন করিতেছে গদ গদ ভাষে॥
দূত মুখে এই বাণী করিয়া শ্রবণ।
মূর্চ্ছিত হইয়া যে পড়িল দশানন॥
তবে ইন্দ্রজিৎ নিজ ক্রন্দন সম্বরি।
কহিতেছে দশাননে অহঙ্কার করি॥
আমি বিদ্যমানে কেন পাঠাও অন্যজনে।
আজ্ঞা কর, মেরে আসি শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥

### ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন

রামের তরে ডাক দিয়া বলে মেঘনাদ।
দেশেতে জীয়ন্তে যাবে না করিহ সাধ॥
আকাশে থাকিয়া বাণ করে বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

চারি দ্বারে পড়ে ঠাট শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাজপ্রসাদ লইতে চলিল পিতৃস্থান॥
চারি দ্বারে পড়ে সৈন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রক্ষা পায় বিভীষণ পবন-নন্দন॥
চিন্তিয়া গণিয়া দোঁহে যুক্তি কৈল সার।
রাম লক্ষ্মণ জীয়াইতে কৈল প্রতিকার॥
বাণ ফুটে পড়িয়াছে মন্ত্রী জাম্বুবান।
না পারে মেলিতে চক্ষু বকে পড়ে টান॥
জাম্বুবান বলে, আমার বুদ্ধি নাহি ঘটে।
হনুমানে ডেকে বলে পাইয়া নিকটে॥
পড়েছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ কপিগণ।
ঔষধ আনিলে তুমি জীয়ে সর্ব্বজন॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বত সে হিমালয় পার।
ধবল পর্ব্বত শ্বেত ধবল আকার॥
তাহার দক্ষিণ পূর্ব্বে পর্ব্বত কৈলাস।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আছে ঔষধি নির্য্যাস॥
আনিতে ঔষধ যদি পার রাতারাতি।
চারিযুগে থাকিবেক তোমার সুখ্যাতি॥
মহাশব্দে চলিল পবনে করি ভর।
লেজের সাপটে উড়ে পর্ব্বত পাথর॥
বারো বৎসরের পথ যায় এক রাতি।
কৈলাস পর্ব্বত দেখে ধবল আকৃতি॥

ঔষধ লইয়া বীর উঠিল আকাশে।
লঙ্কাপুরে উপনীত চক্ষুর নিমিষে॥
চারি ঔষধের ঘ্রাণ যত দূর যায়।
বানর কটক সব উঠিয়া দাঁড়ায়॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন।
সেইরূপ উঠিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

### তরণীসেন বধ

রামজয় শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কাতে রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী।
বীর-শূন্য হইল কনক-লঙ্কাপুরী॥
মন্ত্রণা করয়ে রাজা লয়ে মন্ত্রিগণ।
তরণীসেনেরে তবে হইল স্মরণ॥
সাজিল তরণীসেন করিতে সংগ্রাম।
আনন্দে সকল অঙ্গে লিখে রামনাম॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
দেখ দেখি সংগ্রামেতে আইল কোন্ জন॥
বিভীষণ বলে, শুন রাজীব-লোচন।
রাবণের অন্নেতে পালিত একজন॥
সম্বন্ধেতে ভ্রাতুষ্পুত্র, পরিচয়ে জ্ঞাতি।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক পুত্র বড় যোদ্ধৃপতি॥

প্রকারেতে দিলেন প্রকৃত পরিচয়।
তরণী ভাবিছে কোথা রাম দয়াময়॥
হাতে ধনু দাণ্ডাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দক্ষিণেতে জাম্বুবান, বামে বিভীষণ॥
সম্মুখেতে উপনীত তরণীর রথ।
রথ হৈতে নামিল থাকিতে কত পথ॥
সঙ্কেতে প্রণাম করে পিতার চরণে।
করপুটে প্রণমিল শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
বিভীষণ বলে, রাম দেখহ সত্বর।
তোমা দোঁহে প্রণাম করয়ে নিশাচর॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ॥
বিপক্ষের পক্ষ হয়ে আসিয়াছে রণে।
আমা দোঁহে প্রণাম করিবে কি কারণে॥
বিভীষণ বলে, গোসাঁই না জান কারণ।
লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত একজন॥
কহিতে কহিতে কথা রাম রঘুমণি।
ধনুতে টঙ্কার দিয়া আইল তরণী॥
কোপেতে গন্ধর্ব্ব বাণ মারিল লক্ষ্মণ।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল ততক্ষণ॥
গন্ধর্ব্ব রাক্ষসে যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর।
তরণীর সৈন্য সব হইল সংহার॥

কোপেতে তরণীসেন জাঠা নিল হাতে।
গর্জ্জিয়া মারিল জাঠা লক্ষ্মণের মাথে॥
লক্ষ্মণ পড়িল যদি এল রঘুনাথে।
ত্রিভুবন বিজয়ী ধনুক বাণ হাতে॥
যত বাণ মারিলেন রাম রঘুমণি।
বাণেতে কাটিল বাণ সকল তরণী॥
অস্থির হইলা রণে রাম রঘুমণি।
রামেরে কাতর দেখে ভাবিছে তরণী॥
যুগে যুগে কামনা করিয়া বহুতর।
পেয়েছি পরম রিপু পরম ঈশ্বর॥
রাজ্যধন পরিজন কিছুই না চাই।
মরিয়া রামের হাতে গোলোকেতে যাই॥
এদিকেতে রঘুনাথ কমল-লোচন।
ধনুকেতে ব্রহ্ম-অস্ত্র যুড়িল তখন॥
চোখের পলকে বাণ অঙ্গে এসে পড়ে।
তরণীর মুণ্ড কেটে ভূমিতলে পড়ে॥
রামজয় শুভধ্বনি করে কপিগণ।
হাহাকার শব্দে ভূমে পড়ে বিভীষণ॥
অঙ্গের দুকূল ভাসে নয়নের জলে।
ধেয়ে গিয়া বিভীষণে রাম কৈলা কোলে॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কেন হে অধৈর্য্য হ'য়ে করিছ রোদন॥

বিভীষণ বলে, প্রভু করি নিবেদন।
মরিল তরণীসেন আমার নন্দন॥
এত শুনি রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলা।
তোমার সন্তান কেন আগে না বলিলা॥
শোকাকুল হইয়া কান্দেন দুইজন।
শ্রীরামলক্ষ্মণ কান্দে যত কপিগণ॥
দূত কহে, লঙ্কেশ্বর নিবেদি চরণে।
পড়িল তরণীসেন আজিকার রণে॥
তরণীসেনের মৃত্যু শুনি লঙ্কেশ্বর।
সিংহাসন হৈতে পড়ে ধরণী উপর॥
অশ্রুজলে সরমার কলেবর ভাসে।
জানকী প্রবোধ-দেন অশেষ বিশেষে॥
এইরূপে নারীগণ কান্দে লঙ্কাপুরে।
রাবণ মন্ত্রণা করে পাঠাইব কারে॥
দিনে দিনে টুটে বল, মনে পাই শঙ্কা।
নর-বানর মেরে কেবা রাখে পুরী-লঙ্কা॥

### ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধে গমন ও ইন্দ্রজিৎ বধ

ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মূর্চ্ছিত।
হেনকালে আইল কুমার ইন্দ্রজিৎ॥
রাবণ বলে, যুদ্ধে যাওয়া তোমার উচিত।
একবার যাহ পুনঃ পুত্র ইন্দ্রজিৎ॥

যতবার তুমি যাহ যুঝিবাব তরে।
সংগ্রাম করিয়া জয় এস বারে বারে॥
যজ্ঞ-স্থানে চলিল কুমার ইন্দ্রজিৎ।
যজ্ঞের সামগ্রী সব আনিল ত্বরিত॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কিরূপেতে ইন্দ্রজিৎ হইবে পতন॥
বিভীষণ বলে, শুন রাজীব-লোচন।
সামান্যেতে ইন্দ্রজিৎ না হবে পতন॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে দুষ্ট নিশাচর।
করিয়াছে যজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যায় যদি রণে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কার সাধ্য জিনে॥
ব্রহ্মা দিয়াছেন শাপ, শুন নারায়ণ।
ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞ ভঙ্গ করিবে যে জন॥
ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামে মরিবে তার হাতে।
লক্ষ্মণে পাঠায়ে দেহ আমার সঙ্গেতে॥
আহুতি ঢালিয়া যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ।
এ সময় গিয়া তার যজ্ঞ করি ভঙ্গ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষ্মণ॥
গড়-মধ্যে পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনে।
বিভীষণ, তব হাতে সঁপিনু লক্ষ্মণে॥

মেঘবর্ণ বসে আছে বট-বৃক্ষ-তলে।
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিৎ নামে নিকুম্ভিলে॥
ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ দু'জনে দরশন।
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারেন লক্ষ্মণ॥
আর যত গালি দেয় তাহা নাহি শুনে।
লক্ষ্মণে এড়িয়া তবে বলে বিভীষণে॥
বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে॥
এত সব মারিয়াছ, ক্ষান্ত নাই মনে।
দিয়াছ সন্ধান ব'লে আমার মরণে॥
বানর কটক খুড়া করহ অন্তর।
যজ্ঞ পূর্ণ করি আমি, মেগে লই বর॥
বিভীষণ বলে, বাছা বল বিপরীত।
ভালমতে জানে সবে তোমার যে রীত॥
কত শত মুনি ঋষি মেরে কৈল পাপ।
অন্ত নাহি, যত পাপ করে তোর বাপ॥
সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ, সময়েতে ফলে।
তোমার বাপের ফল ফলে এতকালে॥
সম্মুখেতে বাণবৃষ্টি করেন লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণ গিয়া ছাইল গগন॥
ইন্দ্রজিৎ পলায়ে লঙ্কাতে যেতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে॥

এই বারে ব্রহ্ম-অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিতে উড়িল পরাণ॥
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ কেবা ধরে টান।
ইন্দ্রজিতের-মাথা কাটি করে দুই খান॥

### লক্ষ্মণের শক্তিশেল

দূত-মুখে শুনি ইন্দ্রজিতের মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥
উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্দ্রজিৎ।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ।
বসিলে সোয়াস্তি নাই করিলে শয়ন॥
ইন্দ্রজিৎ-শোক তবু নহে পাসরণ।
আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ॥
কোপেতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে।
ময়দানবের শেল পড়ে গেল মনে॥
শমনের ভগ্নী শেল শক্তি নাম ধরে।
যারে মারে শক্তিশেল সেইজন মরে॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘুবংশ চূড়া।
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া॥
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাজিল আবার।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ করেন প্রহার॥

শ্রীরামের বাণে রাজা করে ধড়ফড়।
সহিতে না পাবি রাজা উঠে দিল রড়॥
লক্ষ্মণ পড়িয়া আছে শক্তিশেল বাণে।
রণ ছেড়ে আইলেন বাঁচাতে লক্ষ্মণে॥
শ্রীবাম সুষেণে কন যোড় হাত কবি।
লক্ষ্মণে বাঁচাও আগে শোক পবিহবি॥
সুষেণ বলেন, প্রভু না হও কাতর।
বাঁচিবেন অবশ্য লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধব॥
সুষেণ বলেন, শুন পবন-নন্দন।
ঔষধ আনিতে যাও সে গন্ধমাদন॥
গিবি গন্ধমাদন সে সর্ব্বলোকে জানি।
তাহাতে ঔষধ আছে বিশল্য-করণী॥
হাসিয়া বলেন তবে পবন-নন্দন।
এ রাত্রে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ॥
মহাশব্দে চলিল শূন্যেতে করি ভর।
লাঙ্গুলের টানে উড়ে বৃক্ষ ও পাথর॥
ঔষধ না পেয়ে করি সাহসেতে ভর।
ডালেমূলে লয়ে আসে পর্ব্বতশিখর॥
পর্ব্বত লইয়া ফেরে সবার বিস্ময়।
প্রণাম করিয়ে বীর রঘুনাথে কয়॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পাবি কোনমতে।
এ কারণে আনিলাম পর্ব্বত সমেতে।

ঔষধ আনিয়া দিল লক্ষ্মণের নাকে।
আনন্দে বানরগণ রামজয় ডাকে॥
চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ শ্রীরাম-পানে চান।
লক্ষ্মণে দেখিয়া রামের স্থির হৈল প্রাণ॥

### রাবণের যুদ্ধে গমন

স্ত্রীলোকের ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে।
অভিমানে শোকে মত্ত রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
যুঝিবার তরে সাজে রাজা দশানন।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজ-আভরণ॥
পশ্চিম-দ্বারেতে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ॥
কোপেতে রাবণ করে বাণ-অবতার।
তিন লক্ষ বাণ মারে সর্পের আকার॥
নাগপাশ নিবারণ জানেন সন্ধান।
মন্ত্র পড়ি শ্রীরাম এড়েন খগবাণ॥
ক্রোধে করে দুই জনে বাণ বরিষণ।
লেখাজোখা নাহি বাণ বরিষে দু'জন॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মনে হেন গণি।
ধনুকের টঙ্কার বাণের ঠন্‌ঠনি॥
বাণে বাণে দেহ ক্ষত হৈল দু-জনার।
দশানন সমর সহিতে নারে আর॥

অচেতন হ'য়ে পড়ে ধূলায় ধূসর।
অম্বিকার স্তব করে হইয়া কাতর॥

স্তবে তুষ্ট হ'য়ে মাতা দিলা দরশন।
বসিলেন রথে, কোলে করিয়া রাবণ॥
বিস্ময় হইয়া রাম ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
প্রণাম করিল তাঁরে করি মাতৃজ্ঞান॥
বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ।
রাবণ বিনাশে মিতা ঘটিল ব্যাঘাত॥
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে।
রক্ষিছে রাবণে আজি হর-বরাঙ্গনে॥
উপায় নাহিক আর করিব কেমন।
দেখিয়া রামের চিন্তা চিন্তে দেবগণ॥
বিধি কন, বিধি আছে চণ্ডী-আরাধনে।
হইবে রাবণ-বধ অকাল-বোধনে॥
ইন্দ্র কন, কর তাই বিলম্ব না সয়।
ইন্দ্রের আদেশে ব্রহ্মা কহিবারে যায়॥

বিধাতা কহেন প্রভু, এক-কর্ম্ম-কর বিভু,
শ্রীরাম নিকটে উপনীত।
অকালে বোধন করি, পূজ-দেবী মহেশ্বরী,
রাবণ বধের যে বিহিত॥

এই উপদেশ কন, শুনে রাম সুখী হন,
বিধাতা গেলেন নিজ ধাম।
প্রভাত হইল নিশা, প্রকাশ হইল দিশা,
স্নান দান কবিলা শ্রীবাম॥
বনপুষ্প ফল মূলে, গিয়া সাগরেব কূলে,
কল্প কৈলা বিধির বিচাব।
পূজি দুর্গা রঘুপতি, করিলেন স্তুতি নতি,
বিরচিল চণ্ডী-পূজা সার॥

শ্রীরামচন্দ্রেব দুর্গোৎসব

বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করিলা শ্রীহরি।
কিন্তু হৈল সন্দেহ, না দেখি মহেশ্বরী॥
শিরে করাঘাত করি করেন হুতাশ।
বলেন, কি বল মোরে সকল নৈরাশ॥
ঠেকেছি বিষম দায়ে জানকী-উদ্ধারে।
অনুমতি কর মাতা রাবণ-সংহারে॥

রামের বচন শুনি, বিষাদে হরিষ গণি,
স্তুতিবাক্যে কাত্যায়নী কন।
রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি,
এত বলি হৈল অন্তর্দ্ধান॥

## রাবণ-বধ

রাম জয় শব্দ করি ডাকিছে বানর।
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর॥
শ্রীরাম বলেন, রাবণ কি ভাবিছ ব'সে।
মরণ নিকটে তোর যুদ্ধ দেহ এসে॥
এত ভাবি দিল রাম ধনুকে টঙ্কার।
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার॥
হইল ভীষণ যুদ্ধ না হয় গণন।
মহাকোপে বাণবৃষ্টি করিছে রাবণ॥
মৃত্যু-অস্ত্র রঘুনাথ যুড়ে মন্ত্রবলে।
ধূম উঠে বাণমুখে, ব্রহ্মা-অগ্নি জ্বলে॥
ছটফট করে রাজা পড়ে ভূমিতলে।
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে গগন-মণ্ডলে॥
আনন্দ করিয়া ওঠে যত দেবগণে।
হেনকালে রঘুনাথ ভাবিলেন মনে॥
অযোধ্যা-নগরে গিয়া পাব রাজ্যভার।
নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজ-ব্যবহার॥
এখনি যাইবে রাজা দেহ পরিহরি।
জিজ্ঞাসিব নীতিকথা গোটা দুই চারি॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বর।
উপনীত হৈল যথা লঙ্কার ঈশ্বর॥

ব্রহ্ম-অস্ত্রে আকুল লঙ্কার অধিপতি।
লক্ষ্মণে দেখিয়া করে সকরুণ স্তুতি॥
লক্ষ্মণ বলেন, দোষ নাহিক তোমার।
যোগাযোগ যত দেখ, লিপি বিধাতার॥
লঙ্কার ঈশ্বর তুমি পরম পণ্ডিত।
পাঠালেন রাম মোরে শুধাইতে নীত॥
লক্ষ্মণের বাক্যে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোন্ নীতি সংসারেতে রাম-অগোচর॥
সেবকের মুখে যদি করেন শ্রবণ।
দয়া করি একবার দিন দরশন॥
বুঝি রাবণের মন উঠি শীঘ্রগতি।
রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি॥
আঘাতে আকুল অঙ্গ, বাক্য নাহি সরে।
বিনয় করিয়া কথা কন ধীরে ধীরে॥
রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর।
সংসারের যত নীতি তোমার গোচর॥
করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যদি হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে॥
এই মত রাবণ কহিল নীতিকথা।
কহিতে কহিতে হৈল জিহ্বার জড়তা॥

## রাম-রাজ্য

হনুমানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞাদান।
ভরতেরে সমাচার দেহ হনুমান ॥
শুভবার্ত্তা কহে যদি বীর হনুমান।
শত্রুঘ্নেরে ভরত করেন সন্নিধান ॥
দেবতার স্থানে বাদ্য বাজাক বাইতি।
দেহ ধূপ নৈবেদ্য, ঘৃতের জ্বাল বাতি ॥
প্রতি পুরে দ্বারে দ্বারে পোত বৃক্ষ-কলা।
গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুষ্পমালা ॥
রামের পাদুকা শিরে করিয়া ভরত।
চলিলেন সামন্ত সহিত শত শত ॥
ভরতে দেখিয়া রাম হৈলেন কাতর।
অস্থি-চর্ম্ম-সার অতি ক্ষীণ কলেবর ॥
রথোপরি চারি ভাই হৈল দরশন।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে দেন আলিঙ্গন ॥
শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধ্যায়।
বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায় ॥
সীতা-সহ শ্রীরাম বৈসেন সিংহাসনে।
অভিষেক করিলেন সুগ্রীব-বিভীষণে ॥
পূর্ণ চৈত্রমাস, পুনর্ব্বসু সুনক্ষত্র।
শুভক্ষণে শ্রীরাম ধরেন দণ্ড ছত্র ॥

স্বর্ণ-পদ্মমালা গলে সূর্য্য সম জ্বলে।
সে মালা দিলেন রাম সুগ্রীবের গলে ॥
অঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লজ্জিত।
অপূর্ব্ব ভূষণে তারে করেন ভূষিত ॥
ছত্রিশ কোটি সেনা পায় শ্রীরামের দান।
অভিমানে নীরব রহিল হনুমান ॥
বাহির করেন সীতা আপনার হার।
কি কব তাহার মূল্য, ভুবনের সার ॥
জানকী হনুর পানে চান বারে বারে।
ধেয়ে গিয়া হনুমান গলে হার পরে ॥
সীতা বলে, যতকাল থাকিবে পৃথিবী।
রোগ-পীড়া-হীন বাপু হও চিরজীবী ॥
চিরদিন হবে তুমি অক্ষয় অমর।
হনুমান অমর পাইলা এই বর ॥

—লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত—

# উত্তরাকাণ্ড

—তাহারা শিখিল গীত বাল্মীকির স্থানে—

পরম হরিষ রাম সুখের বিশেষ।
এইরূপে শ্রীরাম হেমন্ত কৈল শেষ॥
পঞ্চমাস গর্ভ হৈল সীতার উদরে।
কৌতুকে শ্রীরাম কিছু জিজ্ঞাসে সীতারে॥
গর্ভবতী হৈলে কিবা আছে অভিলাষ।
কোন্ দ্রব্য চাই সীতা করহ প্রকাশ॥
সীতা কহে, সত্য করি মুনিপত্নী-স্থানে।
দেশে গেলে সম্ভাষ করিব তব সনে॥
এই সত্য পালিবারে দেহ যে মেলানি।
নানা ধনে তুষিব সে মুনির রমণী॥
সীতার কথায় রাম বিস্ময় যে মনে।
কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবনে॥
অন্তঃপুর হ'তে রাম আইলা যখন।
পাত্রমিত্র সীতানিন্দা করিছে তখন॥
ভয় পেয়ে পাত্রমিত্র করে কাণাকাণি।
হেনকালে রঘুনাথ শুধান আপনি॥
আমি রাজা হ'তে কেবা কহিছে কেমন।
রাজ্য-ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ॥
ভদ্র নামে মহাপাত্র উঠে আচম্বিতে।
রামের সম্মুখে কথা কহে যোড় হাতে॥

পাত্র বলে, বঘুনাথ কব অবধান।
বঘুবংশে আমি আছি পাত্রেব প্রধান॥
ভদ্র বলে, বঘুনাথ যাই যথা তথা।
সর্ব্বলোকে কহে প্রভু সীতাব বাবতা॥
বাবণেব ঘবে সীতা ছিল দশ মাস।
হেন সীতা লৈযা বাম কবে বসবাস॥
এত যদি কহে ভদ্র পাত্র সে দুর্ম্মুখ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন বামেব সম্মুখ॥
পাত্র মিত্র সবাকাবে দিলেন মেলানি।
অভিমানে শ্রীবামেব চক্ষে বহে পানি॥
তিন ভাই আসিযা বন্দিল শ্রীচবণ।
তিন ভাই মিলে যুক্তি কবেন তখন॥
যে কর্ম্ম কবিলে লজ্জা পাই সভা-আগে।
সবাকাব যুক্তি আমি সীতা পবিত্যাগে॥
আমাব বচন শুন ভাই বে লক্ষ্মণ।
সীতা ল'য়ে বাখ ভাই মুনি-তপোবন॥
বাল্মীকিব তপোবন খ্যাত চবাচবে।
দেশেব বাহিবে সীতা এড় নিয়া দূবে॥
কালি সীতা বলিলেন আমাবে আপনি।
নানা যত্নে তুষিব সে মুনিব ব্রাহ্মণী॥
এই মত কহ গিয়া প্রাণেব লক্ষ্মণ।
রামের আজ্ঞায় তুমি চল তপোবন॥

তুমি আর সীতাদেবী সুমন্ত্র দু'জন।
আর যেন কোন লোক না করে গমন॥
এত যদি নিষ্ঠুর বলেন রঘুনাথ।
তিন জন শিরে যেন পড়ে বজ্রাঘাত॥
শ্রীরামের কথাতে লক্ষ্মণে লাগে ভয়।
সুমন্ত্রে আনিয়া তবে কথাবার্ত্তা কয়॥
সীতারে প্রণাম করি বন্দিল চরণ।
ভাগ্যফলে পাইলাম তোমা দরশন॥
লক্ষ্মণ বলেন, মাতা কর অবধান॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে আইনু তব স্থান॥
কালি তুমি কহিয়াছ রাম-বিদ্যমানে।
সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্নী সনে॥
আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ।
মম সঙ্গে চল বাল্মীকির তপোবন॥
বহুমূল্য ধন ল'য়ে সীতাদেবী নড়ে।
পরম কৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে॥
ভরত শত্রুঘ্ন আছে রামের নিকট।
সীতা ল'য়ে যায় লক্ষ্মণ করিয়া কপট॥
সীতা বলে, আজি কেন দেখি অমঙ্গল।
নাহি জানি রঘুনাথ চিত্তে অকুশল॥
লক্ষ্মণ বলেন, দেবী না হও ব্যাকুল।
হের দেখ আইলাম যমুনার কূল॥

অগ্রে সীতাদেবী যায় পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
পার হৈয়া যান বাল্মীকির তপোবন॥
কান্দিতেছে লক্ষ্মণ মনেতে পেয়ে ভয়।
লক্ষ্মণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীত হয়॥
লক্ষ্মণ বলেন, কব কেমন সাহসে।
রামের আজ্ঞায় তোমা আনি বনবাসে॥
মহাত্রাস পান সীতা শুনিয়া কাহিনী।
শ্রাবণের ধারা মত চক্ষে পড়ে পানি॥
সীতাদেবী রাখিয়া লক্ষ্মণ বীর নড়ে।
কান্দিতে কান্দিতে বীব নায়ে গিয়া চড়ে॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সীতা বনের ভিতর।
শিষ্য সঙ্গে আইল বাল্মীকি মুনিবর॥
পরম আদরে সীতা ল'য়ে যান মুনি।
সীতারে রাখিল ল'য়ে যথায় ব্রাহ্মণী॥

### শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ

রাম কহে, অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধ যজ্ঞসম ফল নাহি আর॥
এত যদি কহিলেন কমল-লোচন।
শুনিয়া হরিষ হৈল ভরত লক্ষ্মণ॥
মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি।
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি॥

সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম করে সেই জ্ঞানে।
স্বর্ণ-সীতা আনিল যে শাস্ত্রের বিধানে॥
সর্ব্বত্র হইল সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
পত্র পেয়ে যজ্ঞস্থানে আসে সর্ব্বজন॥
জয়পত্র তুরঙ্গের কপালে লিখন।
দিলেন শত্রুঘ্ন বীরে ঘোড়ার রক্ষণ॥
শ্রীরাম কহেন, শুন শত্রুঘন ভাই।
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই॥
বসিলেন রাম যজ্ঞস্থানে মুনিবেশে।
ছাড়িয়া দিলেন ঘোড়া ভ্রমে দেশে দেশে॥
প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় এইক্ষণে।
দৈবের ঘটনে অশ্ব গেল সে দক্ষিণে॥
তুরঙ্গ পবনবেগে করিল গমন।
উপস্থিত হইল বাল্মীকি-তপোবন॥
ধনুর্ব্বাণ হস্তে দুই ভাই খেলা খেলে।
হেন কালে অশ্ব এল সে গাছের তলে॥
জয়পত্র দেখি দুই ভাই ক্রোধে জ্বলে।
জিজ্ঞাসা করিয়া ঘোড়া বান্ধে বৃক্ষমূলে॥
সৌমিত্রির অগ্রে দূত কহে বার বার।
মহারাজ অশ্ব বন্দী হইল তোমার॥
লব কুশ খেলা করে দেখি শত্রুঘন।
জিজ্ঞাসা করয়ে, ঘোড়া বান্ধে কোন্ জন॥

শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই হাসে।
কি নাম ধরহ তুমি, থাক কোন্ দেশে ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, মম জন্ম সূর্য্যবংশে।
চারি ভাই থাকি মোরা অযোধ্যা প্রদেশে ॥
বিস্তর বড়াই তবে করে শত্রুঘন।
রুষিয়া সে লবকুশ করিছে গর্জ্জন ॥
নানা অস্ত্র দুই ভাই ফেলে চারিভিতে।
শত্রুঘ্ন কাতর অতি না পারে সহিতে ॥
গলায় লাগিল ফাঁস মৃত্যু-দরশন।
মহাপাশ বাণাঘাতে পড়ে শত্রুঘন ॥
শত্রুঘন পড়ি রহে রণের ভিতর।
মহানন্দে দুই ভাই চলিলেক ঘর ॥
কহিতে লাগিল গিয়া মায়ের গোচর।
দুই ভাই খেলিলাম এ দুই প্রহর ॥

### লব কুশের সহিত যুদ্ধে ভরত ও লক্ষ্মণের পতন

পাত্র মিত্র সহ রাম আছে যজ্ঞস্থানে।
বার্ত্তা নিয়ে সাত জন গেল সেইখানে ॥
ভয় করি প্রভু কহিবারে বিবরণ।
সৈন্য সহ যুদ্ধেতে পড়িল শত্রুঘন ॥
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন।
বিদায় হইয়া যায় ভরত লক্ষ্মণ ॥

রণস্থলে দেখিলেন ভরত লক্ষ্মণ।
হস্তে ধনু পড়িয়া আছেন শত্রুঘন॥
প্রবোধিয়া মায়েরে নানান্ বাক্ ছলে।
শীঘ্রগতি দুই ভাই যুঝিবারে চলে॥
মনোহর দুই ভাই দূর্ব্বদল-শ্যাম।
সকল কটক বলে, এল দুই রাম॥
সেই তেজ, সেই বল, সেই ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
ভরত লক্ষ্মণ কহে মানিয়া বিস্ময়।
কে তোমরা দুই ভাই দেহ পরিচয়॥
হাসিয়া উত্তর করে দুই সহোদর।
জাতি-কুলে মোদের, তোমার, কি বিচার।
বার শত শিষ্য পড়ে বাল্মীকির ঠাঁই।
তাঁর শিষ্য আমরা, যমজ দুই ভাই॥
সব শিষ্য ল'য়ে মুনি গেল পরবাসে।
আমা দুই সহোদরে থুয়ে গেল দেশে॥
ভরত লক্ষ্মণ সহ চারি অক্ষৌহিণী।
ভরত ডাকিয়া সৈন্যে চালান আপনি॥
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার।
ধূম্রবাণ এড়ে দশ দিক্ অন্ধকার॥
পাশুপত বাণ যে লবের মনে পড়ে।
তূণ হৈতে বাণ লৈয়া ধনুকেতে যোড়ে॥

বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পাশুপত বাণে বিন্ধি পড়িল লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণে জিনিয়া যায় কুশের উদ্দেশে।
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরতে আর কুশে ॥
বেড়াপাক নামেতে কুশের মহাবাণ।
সেই বাণ কুশবীর পূরিল সন্ধান ॥
ফুটিয়া ঐষিক বাণ পড়িল ভরত।
পৃথিবীতে ধারা বহে রক্তস্রোত শত ॥
রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকুলি।
জলে গিয়া যুদ্ধ-রক্ত ফেলিল পাখালি ॥
সংগ্রামের বেশ রাখি গাছের কোটরে।
শূন্য-হস্তে যায় দোঁহে মায়ের গোচরে ॥
জানকী বলেন, রে বিলম্ব কি কারণ।
কোন কার্য্যে লব কুশ ব্যস্ত এতক্ষণ ॥
লব কুশ বলে, মাগো তোমার প্রসাদে।
তপোবন রাখি মোরা তব আশীর্ব্বাদে ॥

### শ্রীরামের যুদ্ধে গমন

ভরত লক্ষ্মণ পড়িয়াছে শত্রুঘন।
সমরে গেলেন রাম কমল-লোচন ॥
লব কুশ দুই জন করে অনুমান।
এই বুঝি সৈন্য ল'য়ে আইলেন রাম ॥

সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম॥
যে স্থানে শ্রীরাম, তথা গেল দুই জন।
তিন রাম এক ঠাঁই দেখে সর্ব্বজন॥
তাদের চেহারা দেখি রামের বিস্ময়।
উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয়॥
রাজা দশরথের তনয় আমি রাম।
তোমরা আমারি মত ধর রূপ গ্রাম॥
তেঁই সে কারণে আমি পরিচয় চাই।
পরিচয় দেহ কে তোমরা দুই ভাই॥
দুই জন চতুর, না জানে পিতৃনাম।
ভাঁড়াইল কপটে বুঝিলেন শ্রীরাম॥
পরিচয় নাহি দিল হৈল গালাগালি।
সর্ব্ব সৈন্য বেড়ে লবকুশ মহাবলী॥
লবের বাণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাণ।
আকাশেতে অগ্নি জ্বলে পর্ব্বতপ্রমাণ॥
একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন শ্রীরাম॥
সত্বর গমনে দুই ভাই গেল ঘর।
দেখিয়া জানকী দেবী অত্যন্ত কাতর॥
দুই ভাই বসিল মায়ের বিদ্যমান।
যুদ্ধ-কথা কহিতে লাগিল মায়ের স্থান॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
সবার সহিত করিলাম মহাবণ॥
ধনুর্ব্বাণ আনিয়াছি যুদ্ধেব সাজন।
এই দেখ আনিয়াছি বামেব আভরণ॥
দেখিয়া জানকী দেবী চিনিয়া তখন
শিবে কবাঘাত কবি কবেন বোদন॥
ধেয়ে যায় সীতাদেবী কেশ নাহি বান্ধে।
তাঁর পিছে দুই ভাই শিবে হাত কান্দে॥
শিরে হাত লবকুশ করিছে ক্রন্দন।
মায়েব চবণ ধবি বলিছে বচন॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে বাল্মীকি তপোধন।
দেখিয়া অগ্নিব ধূম বিচলিত মন॥
ছয় মাসের পথ মুনি আইল নিমেষ।
তিন জন দেখে অগ্নি করিছে প্রবেশ॥
বাল্মীকি বলেন, সীতা প্রাণ ত্যজ নাই।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই॥
ক্ষমা দেহ জানকী তোমারে বলি আমি।
দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে চল তুমি॥
এক মন্ত্রে জল পড়ি দিল মহামুনি।
তপোবনে ছড়াইয়া দিলেন তখনি॥
কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া।
অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া॥

মৃতজীবী-জল যদি হৈল পরশন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ উঠে ভরত শত্রুঘন ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি তোমার প্রসাদে।
রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে ॥

### বাল্মীকি সহ লব কুশের অযোধ্যায় আগমন

যজ্ঞ সাঙ্গ করিবারে কৈলা আয়োজন
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন মুনিঋষিগণ ॥
শিষ্য সহ আইল বাল্মীকি মুনিবর।
সঙ্গে আইল লব কুশ দুই সহোদর ॥
মুনি বলে, শুন লবকুশ সাবধানে।
ধনুক সঙ্গীত বিদ্যা পাইলে মম স্থানে ॥
গীত বাদ্য রামায়ণ শিখিলে দুজনে।
রাম-অগ্রে কালি দোঁহে গাও রামায়ণে ॥
পরিচয় জিজ্ঞাসিলে সভার ভিতর।
বাল্মীকির শিষ্য, হেন করিও উত্তর ॥
অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষে।
বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুভ্রবেশে ॥
দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্ব্বলোকে শুনে গীত অমৃতেন কণা ॥
শ্রীরাম শুনিয়া সেই রামায়ণ গান।
নিজ পুত্র বলিয়া করেন অনুমান ॥

শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করে দোঁহারে তখন।
কোন্ বংশে জন্মেছিলে, কাহার নন্দন॥

## সীতার পাতালে প্রবেশ

লব কুশ তখন শ্রীরামের সাক্ষাতে।
ছলে পরিচয় কহে দোঁহে হেঁটমাথে॥
না জানি পিতার নাম, মাতৃনাম সীতা।
বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা॥
এই পরিচয় পাইয়া শ্রীরঘুনন্দন।
দুই পুত্র কোলে করি করেন ক্রন্দন॥
মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি সুমন্ত্রে লইয়া॥
পিতা পুত্র কেমন হইল পরিচয়।
সে সব কহেন মুনি সীতার আলয়॥
রথেতে চড়িয়া সীতা করিল গমন।
বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন॥
জগতের যত লোক অযোধ্যা-নগরে।
হেন কালে সীতা গেল সভার ভিতরে॥
রামের চরণ সীতা করিল বন্দন।
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন তখন॥
ঘরে লহ সীতারে না করহ বিচার।
লব কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার॥

শ্রীরাম বলেন, সীতা শুনহ বচন।
দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্ব্বজন॥
বারেক পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে।
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে॥
এত যদি বলিলেন শ্রীরাম সীতারে।
যোড়হস্তে জানকী বলেন শ্রীরামেরে॥
অদেখা হইব প্রভু ঘুচিবে জঞ্জাল।
সংসারেতে সাধ নাই যাইব পাতাল॥
আজি হৈতে তোমার ঘুচুক লাজ দুঃখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ॥
সীতার বচন যে শুনিল সর্ব্বলোকে।
লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে॥
উদরে ধরিলে মাগো তা কি মনে নাই।
তোমার চরণে সীতা কিছু মাগে ঠাঁই॥
করিলেন সীতা পৃথিবীকে এই স্তুতি।
সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বসুমতী॥
সীতা নিতে পৃথিবী হইল আগুসার।
সপ্ত পাতাল হ'তে হইল এক দ্বার॥
অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ-সিংহাসন।
দশদিক আলো করে এ মর্ত্ত্য-ভুবন॥
কন্যা বলি পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে তুলিল সিংহাসনে॥

পরীক্ষা লইতে চান লোকের কথায়।
লোক লৈয়া সুখে রাম থাকুন হেথায়॥
নাহি চাহিলেন সীতা উভয় ছাওয়ালে।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে॥
লক্ষ্মী স্বর্গে গেলেন হরিষ দেবগণ।
অযোধ্যা-নগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন॥
সীতা যদি স্বর্গে গেল, সব হৈল বিষ।
শ্রীরামের চক্ষে জল বহে অহর্নিশ॥
সুযাত্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার।
রাম গেল পৃথিবী হইল অন্ধকার॥
সরযূর স্রোত বহে অতি খরশান।
স্রোতে নামি সব ভাই ত্যজিলেন প্রাণ॥
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড॥

**সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সমাপ্ত**